বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

৫৮ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২১, সেপ্টেম্বর-২০১৪

প্রকাশনার ৫৮ বছর

এ সংখ্যায়

MoP Team Bangladesh Gathering gets success

বিজ্ঞানী আইন স্টাইনের ছেলেবেলা

সাহিত্য:
মিল খুঁজে পাই

স্বপ্নের ভ্রমণ কোরিয়া

কিশোর উপন্যাস:
ব্যাডেন পাওয়েলের সাত সাগরেদ

বর্ষা কালে স্বাস্থ্য পরিচর্যা

প্রযুক্তি ভাবনা

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ

বিজ্ঞানের সেরা আবিষ্কার

স্বদেশ-বিবৃতি

খেলাধুলা:
সাকিব আবারো ১ নম্বরে

স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

নিয়মিত প্রকাশনার ৫৮ বছর

অগ্রদূত
AGRADOOT

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

❑ ৫৮ বর্ষ ❑ ৯ম সংখ্যা ❑ ভাদ্র-আশ্বিণ ১৪২১ ❑ সেপ্টেম্বর-২০১৪

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোহাম্মদ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
প্রফেসর নাজমা শামস
মু. তৌহিদুল ইসলাম
আখতারুজ্জামান খান কবির
মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
এম এম ফজলুল হক
মো. আরিফুজ্জামান
মো. দেলোয়ার হোসাইন

নির্বাহী সম্পাদক
ফারুক আহাম্মদ

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
ফরহাদ হোসেন
তৌহিদুন নাছের
মাহবুবুর রহমান কাওসার

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

চিত্র গ্রাহক
মোঃ হামজার রহমান শামীম

অক্ষর বিন্যাস
আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়ালিদ

বিনিময় মূল্য ঃ দশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৩৩৭৭১৪, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ - ২৬
মোবাইল ঃ ০১৭৩১-২৮২০৫৬
ইমেলঃ bsagrodoot@gmail.com
ফ্যাক্সঃ ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।
ক্লিক করুন
www.bangladeshscouts.org

সম্পাদকীয়

ঋতু বৈচিত্র্যের আমাদের দেশটায় এখন বর্ষাকাল। কোথাও অতি বর্ষনের কারণে বন্যা। বন্যাকবলিত অঞ্চলে মানুষের দূর্ভোগের পার্শ্বে সহযোগিতা ও সেবার হাত বাড়িয়ে স্কাউটরা সর্বত্র কাজ করবে এটাই সকলের প্রত্যাশা। ইতিমধ্যে দেশের কয়েকটি বন্যাকবলিত অঞ্চলে স্কাউটরা বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণ করছে।

আগস্ট মাসের ২১ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত স্কাউটসের জাতীয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মৌচাকে অনুষ্ঠিত হয়েছে "মেসেঞ্জার অব পীস" টীম এর বাংলাদেশ কার্যক্রম। বাংলাদেশ এই কার্যক্রমের সহায়তাকারী দেশ হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে অন্যতম। উক্ত অনুষ্ঠিত সম্মেলনের (Messengers of Peace Team Bangladesh Gathering) বেশ কিছু আলোচিত বিষয় এ সংখ্যায় ছাপানো হলো।

প্রচ্ছদে "মেসেঞ্জার অব পীস" সম্মেলনের আর্ন্তজাতিক রজনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে বাংলাদেশ স্কাউটসের সহ-সভাপতি, প্রধান জাতীয় কমিশনার এপিআর স্কাউটসের কর্মকর্তাদের ছবি ছাপানো হলো।

আগামী সংখ্যা থেকে অগ্রদূত-এ যোগ হচ্ছে আরো কিছু বিভাগ।

প্রোগ্রাম বুলেটিন

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রোগ্রাম বিভাগ থেকে ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হচ্ছে...

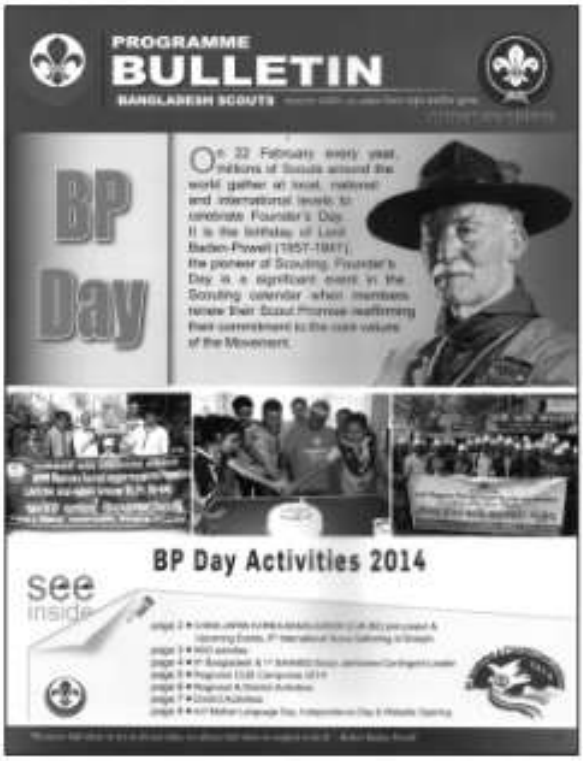

গার্ল-ইন-স্কাউটিং বুলেটিন

বাংলাদেশ স্কাউটস -এর গার্ল-ইন-স্কাউট বিভাগ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে...

সূচীপত্র

MoP Team Bangladesh Gathering gets success/Forhad Hossain	৩
জাতীয় কাবিং প্রকল্প মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ	৬
স্বপ্নের ভ্রমণ কোরিয়া/ফারহানা রহমান সেতু	১১
দীর্ঘ রেল সেতু হার্ডিঞ্জ ব্রিজ/তৌহিদুন নাছের	১৩
শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ/আওলাদ মারুফ	১৪
স্মৃতিস্পটে ৯ম বাংলাদেশ ও ১ম সানসো জাম্বুরী শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য স্কাউটিং/স্কাউটার আবু সাঈদ কাসেম	১৫
বর্ষাকালে স্বাস্থ্য পরিচর্যা	১৬
প্রযুক্তি ভাবনা-প্রশ্নোত্তর/ মোঃ হামজার রহমান শামীম	১৭
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ/তৌফিকা তাহসিন	১৯
চিত্র-বিচিত্র	২০
মিল খুঁজে পাই/অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম	২১
বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ছেলেবেলা/অনিকা রোশনী	২৩
তথ্য-প্রযুক্তি	২৪
কিশোর উপন্যাস: ব্যাডেন পাওয়েলের সাত সাগরেদ/হোসেন মীর মোশাররফ	২৫
খেলাধুলা	২৮
কবিতা	২৯
স্বদেশ-বিবৃতি	৩০
স্কুলে বন্ধুদের আঁকা	৩১
চিত্রে স্কাউট কার্যক্রম	৩২
স্কাউট সংবাদ	৩৩

নবম বাংলাদেশ ও ১ম সানসো স্কাউট জাম্বুরী উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস একটি সুদৃশ্য স্মরণিকা প্রকাশ করে

MoP Team Bangladesh Gathering gets success

Forhad Hossain

A Gathering for MoP (Messengers of Peace) expansion in Bangladesh has taken place from 21 to 25 August 2014 at National Scout Training Centre, Mouchak, Gazipur. The aim of the Messengers of Peace initiative is to inspire millions of young men and women throughout the world to work for the cause of Scouting: Creating a Better World! The initiative promotes young men and women as Leaders for Life - in their communities and in their world.

Objectives of the gathering

The objective of the gathering was to share the concept of MoP, to acquire knowledge of peace, register individually in the MoP world network, to share basic way of MoP project management, to develop skills on "Telling Stories" and to prepare action plan for MoP promotion in Bangladesh.

Elements in MoP

MoP has two elements- i) Global network & ii) Support fund

THE MESSENGERS OF PEACE GLOBAL NETWORK

Throughout the world, Scouts work for peace in their communities in different ways. They solve conflicts in school by preventing bullying, build links between divided communities, lead peer education initiatives, create solutions to environmental problems, and run countless other service projects. The Messengers of Peace Global Network is the tool for connecting this work. Using social media, the Network will allow Scouts to showcase their service projects and meet online to share their ideas, tell their stories and work together to build peace in their communities. The Network will enable Scouts to connect across national boundaries in a way that was once only possible at Jamborees and other global events. Through greater access to ideas, training and support, these connections will strengthen all of Scouting. The resulting mosaic of stories and cooperation will be the ideal platform for demonstrating the global impact of Scouting to the world. The Network is inspired by the World Scout Committee (WSC) and is administered by the World Scout Bureau (WSB). It is driven by youth volunteers worldwide and is available to all Scouts who are running peace projects.

THE MESSENGERS OF PEACE SUPPORT FUND

The Messengers of Peace Support Fund will provide financial support to service projects and Scouting initiatives around the world. The Fund will enable Scouts in poorer countries to implement the types of vital projects that can change communities. It will also support project management capacity building for NSOs and Regional Offices. The Fund targets five categories of work: (1) training in dialogue; (2) support for specific peace projects; (3) support to young people living in "hot" conflict situations; (4) capacity strengthening; and (5) globalizing the Messengers of Peace Global Network. The Fund is supported by the World Scout Foundation and administered by the World Scout Bureau and its Regional Offices. All funded activities will be managed by Regional

Dr. Md. Mozammel Haque Chief National Commissioner of Bangladesh Scouts Speaking in the cermony as a special guest

Offices through a project management tool that is used by all offices of the WSB and the WSF. This will allow real time monitoring of projects and strengthen overall coordination between Scouting initiatives.

Opening Ceremony

The opening ceremony of the gathering starts with a silent prayer. Re-dedication to Scout promise & law was leaded by Mr. Zamil Ahmed. Mr. Md. Mazibar Rahman Mannan, Executive Director of Bangladesh Scouts delivers welcome address. Mr. S. Prassanna- Director, Development Support & Finance, WSB/APR shares a brief idea about the workshop. Gathering director and chairperson of the opening ceremony Mr. Md. Tauhidul Islam convey his greeting to all the guests, staffs and participants especially to the APR for their support and choosing Bangladesh Scouts as a part of MoP network. Dr. Md. Mozammel Haque Khan- Chief National Commissioner of Bangladesh Scouts were present in the ceremony as special guest and Mr. Md. Shahriar Alam, MP & honorable state minister, ministry of foreign affairs, government of the people's republic of Bangladesh were present as the Chief Guest. The opening ceremony was formally closed with vote of Thanks from the MoP Bangladesh Coordinator- Mr. Md. Anwarul Islam Sikder.

Closing Ceremony

The closing ceremony was started with silent prayer. The gathering report was presented by the gathering director- Mr. Md. Tauhidul Islam. Two participants Scouter Ms. Sultana Sayeda and Rover Scout Md. Omar Faruk Rasel express their impressions. Mr. Forhad Hossain- convener of recommendation committee presents the gathering recommendation. Mr. Berthold Dirk Hendrik Sinaulan- Vice Chairman, APR Management Sub-Committee; Mr. J. Rizal C. Pangilinan- Regional Director, WSB/APR share message of MoP and related others issues in the ceremony. Mr. Shafique Alam Mehdi- International Commissioner of Bangladesh Scouts was present as chief guest. The closing ceremony was formally closed with the vote of thanks delivered by Professor Md. Sayedur Rahman, National Commissioner (Adult Resources) of Bangladesh Scouts.

Staff of the gathering

Five resource persons from different NSO and APR office lead the gathering in festive mood. They are- Mr. Md. Anwarul Islam Sikder- MoP Bangladesh Coordinator, Mr. Berthold Dirk Hendrik Sinaulan- Indonesia & Vice Chairman, APR Management Sub Committee, Mr. Thian Hiong Boon- Director, Adult Resources and Administration WSB/APR, Mr. Madhusudan Avala Subramanyam- MoP Leader of India, Ms. Devarasu Sriraksha- MoP Leader of India. Five experienced adult leader of Bangladesh Scouts act as facilitator for five groups- Paira, Chandana, Talma, Harina, Shibsha. The leaders are Professor Md. Sayedur Rahman- National Commissioner (Adult Resources), Mr. Mazibar Rahman Mannan- Executive Director of Bangladesh Scouts, Mr. Zamil Ahmed- Leader Trainer of Bangladesh Scouts, Mr. Amimul Ehsan Khan Parvez- Leader Trainer of Bangladesh Scouts, Mr. K M Sayeduzzaman- Chief Trainer of National Scout Training Centre of Bangladesh Scouts,

Ms. Fahmida- Rover Scout Leader and Wood Badger of Bangladesh Scouts. Dr. Md. Mozammel Haque Khan- Chief National Commissioner of Bangladesh Scouts and Mr J.Rizal C. Pangilinan- Regional Director, WSB/APR acts as advisor for the gathering. Mr. Md Tauhidul Islam- National Commissioner (Foundation) was the gathering Director and Mr S. Prassanna Shrivastava was co-director of the gathering. Mr. Syed Rafiq Ahmed has done a fantastic job as quarter master. Mr. Tapash Kanti Golder- Deputy Director of Bangladesh Scouts coordinated the gathering activities on the other hand Mr. Bimal Chandra Asst. Director (Research and Evaluation; Protocol) as well as Mr. A.K.M. Ashiquzzaman- Asst. Director (Membership Registration) works for the Secretariat.

Remarks

With the successful completing of the gathering a sum of 39 participants is now eligible to act as Messenger of Peace (MoP) Sub-National, Local Coordinators and their job description as follows-

Participents of MoP Gathering

1. To promote Messenger of Peace Initiative through out the Region/ Council/ Local association and coordinate with national team to develop the strategy for promotion and implementation of MoP.
2. Coordinate and communicate within the Region/ Council/ Local association and NHQ in relation to MoP Initiative.
3. Support and strengthen the work of Messenger of Peace Network and monitor the platform in terms of registration of new members and projects.
4. Help in identifying need based areas in reference to MoP initiatives and developing MoP Projects to be funded under Mop Fund.
5. Coordinate the effective implementation of MoP projects and its reporting.
6. Participate in orientation and activities when invited.
7. Keep himself/ herself updated on the MoP initiative by studying the MoP Support Fund Booklet and through the MoP world and regional website.

We all are hopefully waiting to see the vibrant activities of MoP here in Bangladesh with the close guidance and assistance of WSB/ APR. We do believe that the work will be done in the MoP network will encourage more and more people to do good deeds in their daily life and Bangladesh will be remarked as one of the top ten nation in the MoP network throughout the globe.

Cultural night show activities with the distinguised Guest

Writer: Sub-Editor, Agradoot

জাতীয় কাবিং প্রকল্প মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্পটি ২০১০ এর জুলাই থেকে ২০১৫ সালের জুন পর্যন্ত কার্যক্রম চলমান। প্রকল্পটির মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করার জন্য জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প) এর নেতৃত্বে প্রকল্প মূল্যায়নের জন্য ৭ সদস্যের একটি পর্ষদ গঠন করা হয়। প্রকল্পের মূল্যায়ন ও মনিটরিং খাতের অর্থায়নে ২০-২২ জুন ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় প্রকল্প মূল্যায়ন ওয়ার্কশপটি কক্সবাজার জেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপ বাস্তবায়নের জন্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম যেমন-প্রোগ্রাম তৈরী,প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কমিটি গঠন, বাজেট তৈরী, অংশগ্রহণকারী নির্বাচন, আবাসন ব্যবস্থাপনা, পত্র যোগাযোগ বিষয়ে পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। ওয়ার্কশপে অংগ্রহণকারী হিসেবে ৫৩ জন কর্মকর্তাকে নির্বাচন করা হয়।

ওয়ার্কশপের কর্মসূচী অনুযায়ী ২০ জুন তারিখে ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী ও পরবর্তীতে সেশন শুরু হওয়ার কথা থাকলেও দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার জন্য অংশগ্রহণকারীদের সময়মত ভেন্যুতে পৌছাতে না পারায় ওয়ার্কশপ পরিচালকের পরামর্শক্রমে ওয়ার্কশপ কো পরিচালক জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ারের উপস্থাপনায় তিনটি বিষয়ে পরিবহন বাসে সেশন পরিচালনা করা হয়। বিষয় তিনটি হচ্ছে ক) ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য নির্ধারণ খ) ওয়ার্কশপের থীম পেপার উপস্থাপন গ) প্রকল্পের সফলতা ও বিফলতা বিষয়ে আলোচনা। ওয়ার্কশপের কো পরিচালক সংক্ষিপ্তভাবে জাতীয় কাবিং প্রকল্প মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ আয়োজনের বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। সকাল ১১.০০ টায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় অংশ নেন। র‍্যাপর্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা।

ওয়ার্কশপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উদ্দেশ্য নির্ধারণ

১) চলমান কাব স্কাউটিং প্রকল্পের বিগত ৪ বছরের কার্যক্রম মূল্যায়ন করা,

২) প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাব লিডারদের মাধ্যমে দল খোলা নিশ্চিত করার কৌশল নির্ধারণ করা,

৩) গঠিত কাব ইউনিটে নিয়মিত কাব স্কাউটিং কার্যক্রম নিশ্চিত করার কৌশল নির্ধারণ করা,

৪) চলতি কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়নের অন্তরায়সমূহ চিহ্নিত করা এবং তা সমাধানের উপায় নির্ধারণ, নতুন কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প প্রণয়ন বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব প্রণয়ন, ওয়ার্কশপের উদ্দেশ্য বিষয়ে উপস্থাপিত বিষয়ে সকলে মতামত পোষণ করেন।

সেশন ২ঃ কাবিং সম্প্রসারণ প্রকল্পের মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ এর থীম পেপার উপস্থাপন ঃ

ওয়ার্কশপ কো-পরিচালকের অনুরোধে কাবিং সম্প্রসারণ প্রকল্পের মূল্যায়ন ওয়ার্কশপ এর থীম পেপার উপস্থাপন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসাইন। থীম পেপারের ওপর বিস্তারিত আলোচনান্তে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নোক্ত সুপারিশ উপস্থাপন করেন ঃ

১) কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্পের সফলতা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্পের কার্যক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণকে সম্পৃক্ত করা,

২) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কাব লিডারদের দ্বারা দল গঠনের লক্ষ্যে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করা। মনিটরিং কার্যক্রমে স্কাউট কর্মকর্তাদের পাশাপাশি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের সম্পৃক্ত করা,

৩) কাব লিডারদের সম্মানী/ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করা,

৪) কাবদের স্কাউটিং এ ধরে রাখার লক্ষ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধিক সংখ্যক স্কাউট দল গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা,

৫) যে সকল বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা হয়েছে অথবা করা হবে সেখানে কাব দলের পাশাপাশি স্কাউট দল খোলার ব্যবস্থা করা,

৬) প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অধিকহারে সম্পৃক্ত করা অর্থাৎ তাদেরকে ওরিয়েন্টেশন কোর্স, বেসিক, অ্যাডভান্স ও অন্যান্য কোর্স সম্পন্ন করনের ব্যবস্থা করা,

৭) প্রতি বছরে কমপক্ষে একবার করে কাবিং সম্প্রসারণ প্রকল্পের মূল্যায়ন করা,

৮) সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি গুনগত স্কাউটিং এর উপর গুরুত্ব প্রদানের ব্যবস্থা করা,

৯) প্রতিভা অন্বেষণ প্রতিযোগিতা পুনরায় চালু করা এবং এতে তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করা,

১০) কাব লিডারদের জন্য অধিকহারে রিফ্রেশার্স কোর্স ও অন্যান্য কোর্সের ব্যবস্থা করা,

১১) কাব লিডার প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সার্ভিস বুকে প্রশিক্ষণের বিষয়টি সংযোজন করা,

১২) কাব দলের বিশ্ব স্কাউট সদস্য ফি মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারি শিক্ষা অফিসারদের দ্বারা আদায় নিশ্চিত করা,

১৩) দ্বিতীয় চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা ও উপজেলা কাব ক্যাম্পুরী বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প থেকে অর্থ বরাদ্দ দ্বিগুণ করা।

১৪) কাব লিডারদের বদলীর বর্তমান নীতিমালা কার্যকর করা।

১৫) একটি বিদ্যালয়ে একাধিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কাব লিডার থাকলে তাদের একাধিক কাব দল গঠন করার ব্যবস্থা নেয়া।

১৬) নতুন প্রকল্পের ডিপিপি তৈরী করার সময় অঞ্চলের চাহিদা বা সুপারিশ গ্রহণ করা।

সেশন ৩ঃ কাবিং সম্প্রসারণ প্রকল্পের সফলতা ও বিফলতা ওয়ার্কশপ কো পরিচালক জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার তৃতীয় সেশনে অংশগ্রহণকারীদের প্রকল্পের সফলতা ও বিফলতা বিষয়ে মতামত প্রদানের অনুরোধ জানান। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সফলতা ও বিফলতা নির্ধারণ করা হয়।

সফলতাঃ

১) কাবিং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা।

২) প্রায় ৭০০০ এর অধিক কাব শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া।

৩) নতুন কাব দল গঠনের অনুদান প্রদান করা।

৪) উপজেলা / জেলা ও অঞ্চল পর্যায়ে প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা।

৫) কাব লিডার ও কাবদের বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা।

৬) জনবল নিয়োগ করা।

৭) মাঠ পর্যায়ের প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৮) মাঠ পর্যায়ের স্কাউট কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

৯) প্রকল্পের মূল্যায়ন ওয়ার্কশপের আয়োজন করা।

বিফলতা ঃ

১) নিয়মিত এবং যথাযথভাবে মনিটরিং না করা।

২) অনুদানের অর্থের ভাউচার ও প্রতিবেদন যথাসময়ে না পাওয়া।

৩) প্রশিক্ষণ ও প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ সময়োপযোগী না হওয়া।

৪) প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের প্রকল্প সম্পর্কে যথাযথ অবহিত না করা এবং তাদেরকে প্রকল্প বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত না করা।

৫) প্রতি বছর কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্পের মূল্যায়ন না হওয়া।

৬) সময়মত মন্ত্রণালয় থেকে অর্থ না পাওয়া।

৭) সময়মত প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের অর্থ ছাড় না করা।

পরিবহন বাসে বসে ৩ টি সেশন পরিচালনা একটি নব উদ্যোগ। সময়কে কাজে লাগিয়ে অর্থবহভাবে ব্যবহার এ ওয়ার্কশপের একটি বিশেষ উদ্যোগ। অংশগ্রহণকারীরা এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন।

কক্সবাজার উপস্থিতিঃ বিকেল ৪ টায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ কক্সবাজারের জেলা পরিষদে উপস্থিত হয়ে তাদের নির্ধারিত আবাসনে অবস্থান নেন। রাত ৮.৩০ মিনিটে চতুর্থ সেশন শুরু করা হয়। সেশন শুরুতে ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব মোঃ মাহমুদুল হক সকলকে ওয়ার্কশপের কার্যক্রমে স্বাগত জানান। তিনি ওয়ার্কশপ আয়োজনের পূর্বাপর বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। এ পর্যায়ে সকলে ব্যক্তিগত পরিচিতি দেন। তিনি ওয়ার্কশপের জন্য নির্ধারিত প্রোগ্রামে কিছু পরিবর্তন এনে চূড়ান্ত প্রোগ্রামসূচি ঘোষণা করেন। ওয়ার্কশপের সকল কার্যক্রমে সকলকে নিবিড়ভাবে অংশগ্রহণের এবং কক্সবাজার ভ্রমণের সুযোগ গ্রহণের আহবান জানান। আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় প্রোগ্রামে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে বলেও তিনি সকলকে অবহিত করেন। তিনি ৫টি গ্রুপের নাম ও সদস্যের নাম ঘোষণা করেন। গ্রুপের নাম হচ্ছে (১) ইনানী, (২) টেকনাফ, (৩) হিমছড়ি, (৪) মহেষখালী (৫) রামু। তিনি সেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ওয়ার্কশপ কো পরিচালক জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ারকে অনুরোধ জানান।

সেশন ৪ঃ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রত্যেক কাব স্কাউট লিডারের ইউনিট গঠন নিশ্চিত করার পদ্ধতি ও দায়িত্ব নির্ধারণ ঃ

ওয়ার্কশপ কো পরিচালক নির্ধারিত সেশনের বিষয়ে আলোচনা করার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নানকে অনুরোধ জানান। সেশন পরিচালক প্রথমেই বাংলাদেশ স্কাউটস এর বর্তমান গ্রোথ পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত তথ্য উপস্থাপন করেন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ভিশন ২০২১ অনুযায়ী

এই গ্রোথ বৃদ্ধি বিশেষত: প্রতি কাব, স্কাউট ও রোভার স্কাউট ইউনিটে পূর্ণ সংখ্যক সদস্য নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাছাড়া, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত লিডারদের দ্বারা নতুন ইউনিট গঠনের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং নতুন নতুন ইউনিট যাতে বেশি বেশি খোলা যায় সে ব্যাপারে দৃষ্টি প্রদানের অনুরোধ জানান। অত:পর বর্ণিত বিষয়ে নতুন দল গঠনের বিষয়ে গ্রুপ আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান এবং প্রতিটি গ্রুপকে কমপক্ষে ৫টি সুপারিশ করার জন্য অনুরোধ জানান। মহেশখালী , রামু, হিমছড়ি, টেকনাফ ও ইনানী গ্রুপের পক্ষ থেকে সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন যথাক্রমে জনাব মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা, জনাব এ কে এম আমিরুল ইসলাম, জনাব মোস্তফা কামাল স্বপন,জনাব শিলা কর্মকার ও জনাব জনাব শারমিন নাসিমা বানু। সেশন ৪ এর আলোচনা শেষে আরো ২ টি বিষয়ে গ্রুপ আলোচনা করে সুপারিশ উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান।

এছাড়া আরো ২ টি বিষয়ে একইভাবে গ্রুপ আলোচনায় ৫টি করে সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। সমন্বিত সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ

ক্রমঃ সুপারিশ দায়িত্ব

০১। আগামী এক মাসের মধ্যে উপজেলা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইউনিট লিডারদের তালিকা প্রণয়ন করে উপজেলা সম্পাদক ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারে নিকট তা প্রেরণ নিশ্চিত করা।

০২। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণের মাসিক সমন্বয় সভায় ইউনিট গঠন বিষয়টি আলোচ্য সূচিতে নিয়মিত অন্তর্ভূক্ত নিশ্চিত করা।

০৩। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারগণকে যথাশীঘ্র সম্ভব কাবিং বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন কোর্সের আওতায় আনা।

০৪। প্রধান শিক্ষকদের ওরিয়েন্টেশন কোর্সের ব্যবস্থা করা।

০৫। মাসিক সম্মানী সংক্রান্ত নতুন সার্কুলার জারিসহ কাব স্কাউট ইউনিট লিডারগণের (শিক্ষক) বদলি ও ত্রৈ-মাসিক সমন্বয় সভার বিদ্যমান সার্কুলার সংশোধন করা অথবা সকল সার্কুলার সমন্বয় করে একটি নতুন যুগোপযোগী সার্কুলার জারি করা।

০৬। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নেতৃত্বে টীম গঠন বিষয়ে মনিটরিং সেল গঠন করা।

সেশন ৫ ঃ নতুন ইউনিট গঠনের ক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা ঃ

ক্রমঃ সুপারিশ দায়িত্ব

০১। কার্যকর গ্রুপ কমিটি গঠন ও পরিচালনা করা।

০২। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ইউনিট লিডারকে দায়িত্ব প্রদানের পাশাপাশি তার দায়িত্ব পালনে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।

০৩। কাব স্কাউট ডেন ও আলাদা 'ব্যাংক অ্যাকাউন্ট' নিশ্চিত করা।

০৪। দায়িত্ব প্রাপ্ত কাব স্কাউট লিডারকে বিভিন্ন স্কাউট প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা।

০৫। কাব স্কাউট লিডারকে স্কাউটিং কার্যক্রমে উৎসাহিত করা ও প্রয়োজনে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা।

সেশন ৬ ঃ নতুন ইউনিট গঠনের ক্ষেত্রে উচউঙ, টউঙ ও অটউঙ এর ভূমিকা ঃ

ক্রমঃ সুপারিশ দায়িত্ব

০১। DPEO তার আওতাধীন সকল UEO I AUEO এর স্কাউটিং বিষয়ক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। অঞ্চল ও DPEO

০২। জেলা পর্যায়ে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের মাসিক সমন্বয় সভায় উপজেলা ভিত্তিক ইউনিট গঠনের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা। DPEO

০৩। যে কাস্টারে নতুন ইউনিট গঠনের হার সর্বোচ্চ সেই কাস্টারের দায়িত্ব প্রাপ্ত AUEO কে প্রণোদনার ব্যবস্থা করা। উপজেলা স্কাউটস ও UEO

০৪। ইউনিট পর্যায়ে প্যাক মিটিং ও ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ চালুর বিষয়টি AUEO এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা। UEO

০৫। উপজেলার আওতাধীন অধিক সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ৩৫টি প্যাক মিটিং বাস্তবায়নকারী AUEO কে পুরস্কৃত করা। জেলা স্কাউটস ও DPEO

দ্বিতীয় দিন (২১ জুন ২০১৪)

২১ জুন সকাল ১১.০০ টায় সেশন শুরু হয়। সেশনের শুরুতেই প্রার্থনা সঙ্গীত ও প্রতিজ্ঞা পুনঃ পাঠ করা হয়। এ কাজে নেতৃত্ব দেন নির্বাহী পরিচালক জনাব এম আর মান্নান ওয়ার্কশপ পরিচালক দৈনিক কর্মসূচী বিষয়ে কয়েকটি ঘোষণা দেন। অতঃপর ওয়ার্কশপ কো পরিচালক নির্ধারিত বিষয়ে গ্রুপ আলোচনার জন্য সকল অংশগ্রহণকারীদের আহবান জানান। গ্রুপ আলোচনা শেষে রামু, মহেশখালী, হিমছড়ি, টেকনাফ ও ইনানী গ্রুপের পক্ষ থেকে সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন যথাক্রমে জনাব মোঃ ইয়াছিনুর রহমান রাকিব, জনাব মোস্তফা কামাল স্বপন, জনাব মোঃ আক্তার হোসেন ও জনাব মোঃ মমতাজ আলী।

সেশন ৭ঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হওয়া কাবদের খুঁজে

বের করে তাদের স্কাউটিং করার সুযোগ দেয়ার উপায় সমূহঃ

সুপারিশসমূহঃ

ক্রমঃ সুপারিশ দায়িত্ব

০১। ৬ষ্ঠ শ্রেণির ভর্তি ফরমে কাবিং বিষয়ে তথ্য কলাম সংযোজনের ব্যবস্থা করা।

০২। বছরের শুরুতে ব্যানার, ফেস্টুন দিয়ে বিদ্যালয়ে স্কাউট ভর্তি মেলার আয়োজন করা।

০৩। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক (পূর্ণাঙ্গ দল) বা একাধিক স্কাউট ইউনিট গঠন নিশ্চিত করা।

০৪। অধিক হারে মুক্ত ইউনিট গঠন।

০৫। উৎরে যাওয়া অনুষ্ঠান চালু রাখা।

০৬। ভর্তির ক্ষেত্রে কাব স্কাউটদের কোটা পদ্ধতি চালু করা।

০৭। PSC সনদে কাব স্কাউটের সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য Describe Rules (DR) ফরম এ কাব স্কাউট ছিলো কিনা তা উল্লেখ করা।

০৮। দ্রুততম সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন সিস্টেম চালু করা।

০৯। নিয়মিত ট্রুপ মিটিং বাস্তবায়ন করা।

সেশন ৮ ঃ পরবর্তী প্রকল্পে কাবিং সম্প্রসারণের ক্ষেত্রসমূহ নির্বাচন ও সুনির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ ঃ

সেশন উপস্থাপক ওয়ার্কশপ কো পরিচালক জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার গ্রুপ আলোচনা করে প্রত্যেক গ্রুপ থেকে নির্ধারিত বিষয়ে মতামত প্রদানের আহবান জানান। ৫ টি গ্রুপ তাদের গ্রুপ রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। সমন্বিত রিপোর্ট নিম্নরূপঃ

কাব স্কাউট

০১। মেধাবী (পিএসসি তে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত) কাব স্কাউটদের সম্মাননা দান।

০২। নতুন দল গঠনে অনুদান বৃদ্ধি।

০৩। ব্যাজ কোর্স/কাব হলি ডে/প্রতিভা অন্বেষণ/জাম্বুরীতে অনুদান প্রদান।

০৪। নিয়মিত শিক্ষা সফরের জন্য অনুদান প্রদান।

০৫। শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের পর্যায়ক্রমে ল্যাপটপ প্রদান করা অথবা আর্থিক সহায়তা প্রদান।

০১। দেশ/বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণে প্রেরণের জন্য অনুদান প্রদান।

০২। আইসিটি কোর্স/ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স এ প্রেরণ ও অনুদান প্রদান।

০৩। প্রনোদনামূলক শিক্ষা সফর (দেশ/বিদেশে) এর জন্য অনুদান প্রদান।

০৪। জেলায় ত্রৈ-মাসিক মূল্যায়ন সভায় অংশগ্রহণের জন্য বরাদ্দ রাখা।

০৫। কাব স্কাউট লিডারদের মাসিক সম্মানীর জন্য অনুদান বরাদ্দ রাখা।

০৬। অধিক শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ইউনিটের কাব স্কাউট লিডার ও প্রধান শিক্ষককে সংবর্ধনা প্রদানের জন্য বরাদ্দ রাখা।

উপজেলা স্কাউটস অবকাঠামো

০১ ইউনিট/উপজেলা/জেলা স্কাউটস এ আয় বর্ধক প্রকল্প গ্রহণে আর্থিক সহায়তা।

০২ প্রকল্পের প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইউনিট চালু করা।

০৩ বাংলাদেশ স্কাউটস এর সকল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কাব স্কাউট ভবন সম্প্রসারণ করার জন্য বরাদ্দ রাখা।

০৪ কাব স্কাউটিং কার্যক্রম সংক্রান্ত ডকুমেন্টেশন তৈরী করে প্রচারের ব্যবস্থা করা/বিলবোর্ড স্থাপন করার জন্য বরাদ্দ রাখা।

০৫ অধিক প্যাক মিটিং বাস্তবায়নকারী/শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ডধারী দলকে পুরস্কারের ব্যবস্থা করা ও অনুদান প্রদান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঃ

২১ জুন রাত আটটায় জেলা পরিষদ মিলনায়তনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীবৃন্দ ছাড়াও প্রধান অতিথি হিসেবে জেলা পরিষদ প্রশাসক, জেলা পরিষদ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক জনাব বাবলু কুমার সাহা ও জেলা পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কশপ পরিচালক অতিথিবৃন্দকে অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান। কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোঃ ছফিউল্লাহ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মাহমুদুল হক যুগ্ম সচিব, জাতীয় কমিশনার (প্রকল্প), বাংলাদেশ স্কাউটস ও ওয়ার্কশপ পরিচালক। বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জনাব শফিকুর রহমান, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এবং জনাব বাবলু কুমার সাহা, যুগ্ম সচিব, প্রকল্প পরিচালক, স্কুল ফিডিং প্রকল্প , প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন জনাব মোস্তাক আহমেদ চৌধুরী, প্রশাসক, কক্সবাজার জেলা পরিষদ। ওয়ার্কশপের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও সভাপতিকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কর্মকর্তা ও অংশগ্রহণকারীদের স্মারক উপহার প্রদান করা হয়। সভাপতির বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আবুল হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), কক্সবাজার। ধন্যবাদ বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস ও ওয়ার্কশপের সার্বিক সমন্বয়কারী। অনুষ্ঠানের সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, যুগ্ম নির্বাহী

পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস। ওয়ার্কশপ পরিচালকের অনুরোধে জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শফিকুর রহমান তার মনোমুগ্ধকর কণ্ঠে কয়েকটি গান পরিবেশন করে সকলকে মুগ্ধ করেন। অনুষ্ঠান শেষে জেলা পরিষদ কর্তৃক রাতের খাবারের আয়োজন করা হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠান ঃ

২২ জুন তারিখে দুপুর ১ টায় হিলডাউন সার্কিট হাউজ সম্মেলন কক্ষে সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ স্কাউটসের যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান। অনুষ্ঠানে ওয়ার্কশপ পরিচালক সকলকে স্বাগত জানান। ওয়ার্কশপ কো-পরিচালক জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার ওয়ার্কশপের সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন ও তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।। প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন কক্সবাজার জেলা প্রশাসক ও কক্সবাজার জেলা স্কাউটস সভাপতি জনাব মো: রুহুল আমিন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জনাব মোঃ রুহুল আমিন, বিশেষ অতিথি ও ওয়ার্কশপ কো-পরিচালক জনাব সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার এবং ওয়ার্কশপের প্রধান সমন্বয়কারী জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান কে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। সভাপতির বক্তব্য রাখেন ওয়ার্কশপ পরিচালক জনাব মোঃ মাহমুদুল হক। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ওয়ার্কশপের সার্বিক সমন্বয়কারী জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান। ওয়ার্কশপের পক্ষ থেকে সকল কর্মকর্তা ও অংশগ্রহণকারীকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠান শেষে জেলা স্কাউটস এর সৌজন্যে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়।

চূড়ান্ত সুপারিশ
ক্রমঃ সুপারিশ দায়িত্ব

০১ আগামী এক মাসের মধ্যে কাব লিডার বেসিক কোর্স প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকদের উপজেলা ভিত্তিক তালিকা তৈরী করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের নিকট প্রেরণ করে কাব দল গঠনের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ।

০২ আগামী তিন মাসের মধ্যে যে সকল DPEO, ADPEO, UEO I AUEO বৃন্দ কাব স্কাউটিংয়ের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নহে, তাদের স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্সে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা।

০৩ বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্যোগে দেশব্যাপী কাব স্কাউটিং অধিক গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ও কাব প্রকল্প বিভাগের সমন্বয়ের জন্য একটি প্রজেক্ট মনিটরিং ইউনিট (PMU) গঠন।

০৪ প্রকল্পের ডিপিপি-তে বর্ণিত প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটি সভা করে প্রকল্পের সুবিধা ও অসুবিধাদি পর্যালোচনা করা।

০৫ উপজেলা ও জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভায় কাব স্কাউটিংয়ের বিষয়ে কার্যকর আলোচনা নিয়মিত করণ নিশ্চিত করা।

০৬ জাতীয় কাব স্কাউটিং কার্যক্রম কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা।
০৭ আগামীতে কাব স্কাউটিং সম্প্রসারণ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে ওয়ার্কশপের গ্রুপ আলোচনার সুপারিশ বিবেচনা করা।

০৮ জাতীয় কাব স্কাউটিং কার্যক্রম কমিটির আলোকে অঞ্চল পর্যায়ে আঞ্চলিক কাব স্কাউটিং কার্যক্রম কমিটি গঠন করা।

০৯ অধিদপ্তর থেকে একটি সার্কুলার জারী করে কাবিং সম্প্রসারণে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাদের তাদের ভূমিকা অবহিতকরণ।

বিশেষ কার্যক্রমঃ কাবিং সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পের জাতীয় মূল্যায়ন ওয়ার্কশপটি বিশেষ উদ্দেশ্যে কক্সবাজারে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। প্রথমত একটি নতুন ভেন্যু যেখানে অংশগ্রহণকারীরা নতুন উদ্যোমে ওয়ার্কশপের কার্যক্রমে অংশ নিতে পারবে। কক্সবাজার পর্যটন রাজধানী। তাই ওয়ার্কশপ চলাকালীন সময় কক্সবাজারের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শন ও সমুদ্র সৈকতে বেড়ানোরও পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। কক্সবাজার জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা পাওয়ায় ওয়ার্কশপের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সহজ হয়েছে। তিনদিনের ওয়ার্কশপের নির্ধারিত কার্যক্রম সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রোগ্রামে কক্সবাজারের সমুদ্র তীরে ভ্রমণ, মার্কেটিং করা ও দর্শনীয় ও ঐতিহাসিক স্থানগুলো অংশগ্রহণকারীরা পরিদর্শন করেন। দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করলেও অংশগ্রহণকারীবৃন্দ হৃদয়ের ছোঁয়া দিয়ে কক্সবাজারের সৌন্দর্য ও তার অপার প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করেছেন। অংশগ্রহণকারীবৃন্দ তাদের মূল্যায়নে এ বিষয়ে তাদের মতামত দিয়েছেন। কক্সবাজারে ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীরা আবাসন, খাদ্য, সেশন পরিচালনা ও অবসরে কক্সবাজার ভ্রমণের অবিস্মরনীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে আবার সবাই ফিরে এসেছেন নিজ নিজ কার্য এলাকায়। ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের ওয়ার্কশপের সকল ছবি নিয়ে একটি সিডি প্রদান করা হয়েছে।

স্বপ্নের ভ্রমণ কোরিয়া

ফারহানা রহমান সেতু

সব সময়ই আমার প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে ভাল লাগে। সেটা হোক আমার জন্মভূমি বা অন্য কোন দেশ। আমি আমার দেশেকে অনেক ভালবাসি, আমার দেশের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী অন্য কোন দেশে সাথে তুলনা করা যায় না। আর আমার দেশকে বিশ্বের বুকে তুলে ধরার জন্য আমি সদা প্রস্তুত। নিজের দেশকে তুলে ধরার কখনও কোন সুযোগ আমি কখনও হাত ছাড়া করি নাই। এই বারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সুযোগ হলো কোরিয়া স্কাউট এসোসিয়েশন আয়োজিত ৪র্থ আর্ন্তজাতিক পেট্রোল জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করার। বাংলাদেশ থেকে ১৪ জনের একটা টিম গত ১ আগস্ট হতে ৬ আগস্ট ২০১৪ গিয়েছিল কোরিয়া ৪র্থ আর্ন্তজাতিক পেট্রোল জাম্বুরীতে। আমি তার মধ্যে একজন। বাংলাদেশে হতে ৫ জন স্কাউট, ৪ জন রোভার ,৫ জন এডাল্ট লিডার। আমি ছিলাম এডাল্ট লিডার হিসেবে। আমি এই টিমের সদস্য হতে পেরে গর্ববোধ করি।

৩১ জুলাই বেলা ১০ টা , রিপোটিং করতে হয় বাংলাদেশ এয়ার পোর্ট এ। তার আগেই পৌছে গেলাম এসে দেখলাম একে একে সকলে এয়ার পোর্টে এসে হাজির হচ্ছে। চায়না ইষ্টার্ন বিমান এর মাধ্যমে আমাদের কোরিয়া পথে যাত্রা। আমরা ২.১০ এ কোরিয়ার উদ্দেশ্যে আমার মাতৃভূমি ত্যাগ করলাম। ৬ ঘন্টা বিমান ভ্রমন শেষে সকালে আমরা "ইনসন এয়ার্পোপ" কোরিয়ার মাটিতে পা রাখলাম। আমাদের স্বাগতম জানানোর জন্য কোরিয়ান স্কাউটরা অপেক্ষা করছিল। আমরা সহ থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়া স্কাউটরা মিলে একটা নির্দিষ্ট বাসে উঠলাম ৩ ঘন্টা কোরিয়ার প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে গেলাম। তার পর পৌছেলাম ক্যাম্প এরিনার " গ্যাং চ্যাংনারু উদ্যান"। এ যেন একটা স্বপ্নরাজ্য। এ দিকে পাহাড় তার পার্শ্বে বয়ে চলেছে নদী। দেখলেই মন আনন্দে ভরে উঠে। চমৎকার এ পরিবেশে দেখে আমরা সকলে মুগ্ধ। অফিসিয়াল রিপোর্টিং শেষে আমরা যার যার তাঁবুতে ফিরলাম, আমার তাঁবু ছিল "কাউন্সিল গ্রান্ডওন" বানবি সাব ক্যাম্প। আমি ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস টিম হিসেবে কাজ করি। আমার কাজ ছিল কাব স্কাউটদের সাথে। প্রতিদিন কোরিয়ার কাব স্কাউট এর মাঝ হতে নতুন কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করতাম। এই ছোট বাচ্চাদের সাথে থাকা তাদের বিভিন্ন রোমাঞ্চকর প্রোগ্রামে অংশ গ্রহণ করতে সহযোগিতা করাই ছিল আমার এক নতুন অনুভূতি। স্কাউটদের সবচেয়ে বড় শিক্ষামূলক সমাবেশ হল জাম্বুরী। এটি চার বছর পর একবার আয়োজিত হয়। আমরা স্কাউটরা বিশ্বভ্রাতৃত্বে উজ্জীবিত হই একে অপরের সাথে নিজের দেশের সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতার ভাব বিনিময় ও বন্ধুত্বে ও বন্ধনের আবদ্ধ বিরল সুযোগ পেয়েছি। সবচেয়ে দারুণ অভিজ্ঞতা কোরিয়ানদের খাবার। কোরিয়ানদের ক্যাফেটিরিয়া আমাদের মতো। তবে কারুকাজগুলো ছিল তাকিয়ে তাকার মতো। প্রথম যখন ভাত, মুরগির মাংস সহ আমাদের দেশী খাবার গুলো দেখতে পেয়েছিলাম মনে হতো আমাদের দেশী খাবার কিন্তু তাদের রান্না, মসলা এবং অন্যান্য খাবার ব্যবস্থা ছিল শুধুই দেখার জন্য খেয়ে দেখার ইচ্ছাই কখনই হয় নাই। কারণ পরর্বতী যে আইটেমগুলো শুকুরের মাংস, অষ্টপাসের মাংস, শামুক। আমাদের সকলের প্রিয় মুকুল ভাই বাংলাদেশ হতে খাদ্য উপকরণ নিয়ে গিয়ে ছিলেন। মুকুল ভাই রান্না করতেন আমরা সবাই খেতাম। আমি অনেক কোরিয়ান বন্ধু পেয়েছি। সকালে ঘুম থেকেই উঠে দেখতাম আমার তাঁবুর সামনে ছোট্র ছোট্র

কোরিয়ান বন্ধুদের ভীড়। ওরা অনেক কিউট। আমার অনেক ভালো সময় কাটাতো। আমি ওদের ঘুরে ঘুরে হাতে মেহেদী লাগিয়ে দিতাম। কোরিয়ানরা মেহেদী খুব পছন্দ করেছিল। কেউ কেউ আমাকে খুঁজতো মেহেদী পড়ানোর জন্য। সমস্যা হতো ওদের ভাষা নিয়ে, ওরা একদমই ইংরেজী বলতে পারে না। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে কিছু কোরিয়ান ভায়া শিখতে হলো ভাষাগুলো ছিল এমন Anne hashi মানে হচ্ছে Hello. Khamsa Hamida মানে হচ্ছে Thank you প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছে অনেক মজার, তবে সবচেয়ে সুন্দর দিন ছিল ০৩ আগস্ট ২০১৪ Simon Hang Bock. Rhee chairparson. at World Organization of scout Association দাওয়াত দিয়েছিল ATAS Gathering মূলত যারা Top Achiever তারাই এই Gathering এ অংশগ্রহণ সুযোগ পায়। আমি প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট (ATAS No.-581) গর্বের সাথে ঐ প্রোগ্রামে অংশগ্রহন করেছিলাম। High scout Personality দের সাথে কেক কাটার সৌভাগ্যে হয়েছিল। সেদিনই রাত ৮টায় ছিল ইন্টারন্যাশনাল নাইট। এটা ছিল সেই সময় যখন পুরো বাংলাদেশকে বিশ্বের কাছে মাথা তুলে দাড় করবার মুহূর্ত হঠাৎ মাইকে ঘোষণা হলো Now time to Bangladesh contingent. ৮০০০ হাজার স্কাউট, লোকালয় র্দশক ছিল ১২০০ প্রায় কোরিয়াসহ ৪৫টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল। সকলের সামনে আমার দেশের সংস্কৃতি একে একে নদী, নৌকা, সাপ, একতারা, ধান এবং বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা দিয়ে সাজানো ছিল আমাদের মেলোড্রামো। সবচেয়ে ভাল লাগছিল আমাদের দেশের পতাকা বিদেশে উড়তে দেখে। মনে হচ্ছিল এ যেন স্বপ্ন সত্যি হওয়ার গল্পের মতো। এভাবে কেমন করে সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়ে গেল ৪র্থ আর্ন্তজাতিক পেট্রোল জাম্বুরী। ফিরে আসার আগে স্কাউট সালাম জানালাম স্কাউটের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনসন স্মীথ লর্ড বাডেন পাওয়েল যিনি স্কাউটদের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর কারণে আজ আমরা স্কাউটরা বিশ্বভ্রাতৃত্বে উজ্জীবিত হতে পারছি। সফর শেষে কোরিয়ার বাইরের জগৎটা দেখতে বের হতাম। কোরিয়ার অনেক দর্শনীয় স্থান আমরা ঘুরে ঘুরে দেখেছি। আমরা ওয়ানডো তে অসম্ভব সুন্দর সময় কাটিয়েছি। ওয়ানডো এ ওন বুদ্ধি জম কাউন্সিল ছিল আমাদের হোম হসপিটালের দায়িত্বে। আমরা ছিলাম একটি হোমে সেখানে ওয়াটার একটিভিটিজ সারভাইবাল গেমস ও সুইমিং পুলে গোসল করা ছিলো নতুন অভিজ্ঞতা এছাড়া আমার ওয়ানডো সী বীচ জাদুঘর ও বিভিন্ন উল্লেখ্যযোগ্য দর্শনীয় স্থানে গিয়েছি এবং অনেক স্মৃতি ক্যামেরা বন্দি করেছি। আমার জীবনে স্মরনীয় হয়ে সে সব ছবি থাকবে সারা জীবন। বাংলাদেশ স্কাউটস ও ড্যাফেডিল ইউর্নিভাসিটিকে ধন্যবাদ আমাকে অনুপ্রেরনা যুগিয়েছে কোরিয়া ভ্রমণে।

দীর্ঘ রেল সেতু হার্ডিঞ্জ ব্রিজ

তৌহিদুন নাছের

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলাধীন পাকশী ইউনিয়নে অবস্থিত। ঈশ্বরদী উপজেলা সদর থেকে প্রায় ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে পদ্মা নদীর উপর ব্রিজটির অবস্থান। এটি বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা। এই সেতুর নির্মাণকাল ১৯০৯-১৯১৫ সাল। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের নামানুসারে এই ব্রিজের নামকরণ করা হয়। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে দীর্ঘ রেলসেতু।

ইতিহাস ও পরিকল্পনা

পদ্মা নদীর পূর্বতীর জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার সাঁড়াঘাট ছিল দেশের অন্যতম বৃহৎ নদীবন্দর। সেখানে দেশী-বিদেশী বড় বড় স্টিমার, লঞ্চ, বার্জ, মহাজনদের নৌকা ইত্যাদি ভিড়তবন্দরের ১৬টি ঘাটে। তখন খরস্রোত সাঁড়া পদ্মায় বহু লঞ্চ স্টিমার ডুবে প্রাণ হানি ও মালামালের ক্ষতিসাধন হতো। বাস্তব প্রেক্ষাপট বিবেচনায় দার্জিলিং ও ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামে দেশী-বিদেশী পর্যটক যাতায়াত ও মালামাল পরিবহনের সুবিধার্থে ভারতের কাঠিহার থেকে রেলপথ আমিন গাঁ আমনুরা পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার লক্ষে অবিভক্ত ভারত সরকার তখন পদ্মা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণের প্রস্তাব পেশ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৮৮৯ সালে ব্রিজ নির্মাণের সেই প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে ১৯০২ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত চার বছর ধরে ব্যাপক স্টাডি করে ম্যাচ এফজে স্প্রিং একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন তৈরি করেন। দীর্ঘ জরিপের পর সাঁড়াঘাটের দক্ষিণে ব্রিজ নির্মাণের সম্ভাব্যতার তথ্য সরকারের কাছে সরবরাহ করে এবং ১৯০৭ সালে পাবনার ঈশ্বরদী ও কুষ্টিয়ার ভেড়ামরা উপজেলার মধ্যবর্তী পদ্মা নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে। ১৯০৮ সালে ব্রিজ নির্মাণের মঞ্জুরী লাভের পর তৎকালীন ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার

রবার্ট উইলিয়াম গেইলসকে ইঞ্জিনিয়ার ইন চীফ ব্রিজের মূল নকশা প্রণয়নের জন্য স্যার এস.এম বেনডেলেগকে ও প্রকল্প প্রণয়নের জন্য ফ্রান্সিস স্প্রিং এবং ঠিকাদার হিসেবে বেইথ ওয়াইট অ্যান্ড কার্ককে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

নির্মাণ

১৯১০ সালে কূপ খননের মাধ্যমে ব্রিজের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। কূপ শেষে বসানো হয় ১৫টি স্প্যান, যার প্রতিটি বিয়ারিং টু বিয়ারিং এর দৈর্ঘ্য ৩৪৫ ফুট দেড় ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৫২ ফুট। প্রতিটি স্প্যানের ওজন ১,২৫০ টন এবং রেললাইনসহ ১,৩০০টন। ব্রিজটির মোট দৈর্ঘ্য ১.৮ কিলোমিটার। ব্রিজটি নির্মাণে ৩০ লাখ টনই স্পাত, ২ লাখ ৯৯ হাজার টন ইট, ১ লাখ ৭০ হাজার ড্রাম সিমেন্ট এবং ১২ লাখ ড্রাম কিল্ড সিমেন্ট (বিশেষ আঠাযুক্ত) লেগেছে। ব্রিজের ১ হাজার গজ ভাটি থেকে ৬ কিলোমিটার উজান পর্যন্ত ১৬ কোটি ঘনফুট মাটি পাথর ব্যবহার করে গাইড বাঁধ নির্মাণ করা হয়। প্রায় ৩ কিলোমিটার প্রস্থ নদীর দু'পাশে বাঁধ দিয়ে ১.৮১ কিলোমিটার এলাকা সংকুচিত করা হয়। ২৪ হাজার শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৯১৪ সালে নির্মাণ কাজ শেষ হয়। তখনকার সময় ব্রিজটি তৈরিতে মোট ব্যয় হয় ৩,৫১,৩২,১৬৪ টাকা।

উদ্বোধন ও নামকরণ

১৯১৫ সালের ১ জানুয়ারি পরীক্ষামূলক ডাউন লাইন দিয়ে প্রথম মালগাড়ি (ট্রেন) চালানো হয়। একই বছর ৪ মার্চ ডাবল লাইন দিয়ে যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল শুরু করে। ব্রিজটির ওপর দিয়ে ট্রেন চলাচল উদ্বোধন করেন তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ। তার নামানুসারেই ব্রিজটির নামকরণ করা হয়। 'হার্ডিঞ্জ ব্রিজ'। যা স্থানীয়ভাবে 'সাঁড়ার পুল' নামে পরিচিত।

বিশেষত্ব

ব্রিটিশ সরকারের নির্মিত এ ব্রিজটি বিশাল পরিচয় বহন করে। বর্তমান জগতে হার্ডিঞ্জ ব্রিজের চেয়েও লম্বা ব্রিজ ও সেতু অনেক রয়েছে কিন্তু কিছু কিছু কারণে এ ব্রিজটি অপ্রতিদ্বন্দ্বি। প্রথম কারণ হচ্ছে এ ব্রিজের ভিত গভীরতম পানির সর্বনিম্ন সীমা থেকে ১৬০ ফুট বা ১৯২ এমএসএল মাটির নীচে। এর মধ্যে ১৫ নম্বর স্তরের কুয়া স্থাপিত হয়েছে পানির নিম্নসীমা থেকে ১৯০.৬০ ফুট অর্থাৎ সমুদ্রপৃষ্ঠের গড় উচ্চতা থেকে ১৪০ ফুট নিচে। সে সময় পৃথিবীতে এ ধরণের ভিত্তির মধ্যেই এটাই ছিল গভীরতম। বাকী ১৪টি কুয়া বসানো হয়েছে ১৫০ ফুট মাটির নিচে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এ ব্রিজের জন্য যে রিভার ট্রেনিং ব্যবস্থা আছে তাও পৃথিবীর অদ্বিতীয়। ব্রিজটি অপূর্ব সুন্দর ও আকর্ষণীয় হওয়াতে ব্রিটিশ চীফ ইঞ্জিনিয়ার রবার্ট উইলিয়াম গেইলসকে সাফল্যের পুরুস্কার স্বরূপ 'স্যার' উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

পরিশেষে

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ব্রিজটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। স্বাধীনতার পর ব্রিজটি মেরামত করা হয় এবং ১২ অক্টোবর ১৯৭২ সালে পুনরায় রেল চলাচল শুরু হয়। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ বাংলাদেশের দর্শনীয় স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম। তাই দেশী-বিদেশী অনেক পর্যটক আসে ব্রিজটি দেখতে। এই ব্রিজটি ব্রিটিশ স্থাপত্য শৈলীর এক অপূর্ব নিদর্শন। যা পর্যটকদের সবসময় আকর্ষণ করে।

তথ্য সংগ্রাহক ঃ সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত।

প্রশিক্ষণ

আওলাদ মারুফ

এ সংখ্যার আলোচনায় আমরা স্কাউট শাখায় পারদর্শিতা ব্যাজ হতে দুটি ব্যাজ অর্জন সম্পর্কে কিভাবে জানা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা য়ায় তা জানবো।

১) আনন্দ গ্রুপ হতে রান্না

২) গাছের যত্ন গ্রুপ হতে রবিশষ্য চাষ

রান্না ঃ ক) ভাত, মাছ, মাংস, ডাল ও ভাজি সুন্দর ভাবে রান্না করা। (নিজ দক্ষতা)

একজন স্কাউট ভাল কাজ হিসেবে বাড়িতে মা/বোনকে/পরিবারকে রান্নার কাজে সাহায্য করলে অনেক রান্না শিখতে পারে।

খ) রান্নার জন্য কাঠের চুলা তৈরী ঃ

দুই ফুট উচু এবং এক ফুট ব্যাগ/ প্রস্থের টিলের ডিব্বা নিয়ে তার এক পাশের গায়ে ৮ ইঞ্জি-৮ ইঞ্জি সাইজের টিন কেটে ফেলি। এবার অপর পাশ গুলোতে ছোট ছিদ্র করে দেই যাতে ধোয়া বের হয়ে যেতে পারে। এভাবে একটি অল্প খরচে রান্নার জন্য সহজে পরিবহনযোগ্য কাঠের চুলা তৈরী করা যায়।

এছাড়া ও মাটিতে গর্ত করে ও ইট ব্যবহার করেও অনেক কাঠের চুলা তৈরী করা যায়।

গ) রান্নার সময় আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করার সাবধানতা

১। ধোয়াবিহীন চুলা তৈরী, ২। শুকনা জ্বালানী ব্যবহার, ৩। বৈদ্যুতিক সংযোগ থেকে দূরে চুলা স্থাপন করা, ৪। দাহ্য পদার্থ দূয়ে রাখা, ৫। অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা রাখা, ঘ) ডিম সিদ্ধ বা ভাজি করা।

রবিশস্য চাষ

ক) যে শস্য গুলো রবিশস্যঃ আলু, পেয়াজ, রসুন, আদা, মরিচ ইত্যাদি।

খ) যে মাটিতে যে রবিশস্য ভালো জমেঃ ১। বেলে মাটি- মিষ্টি আলু, ২। দোআশ মাটি- আলু, মুলা, বাধাকপি, ৩। এটেল মাটি- ফুলকপি, ৪। বেলে-দোআশ মাটি- আলু।

গ) যে মাসে যে রবিশস্য চাষ করতে হয়।

গ্রীষ্মঃ কুমড়া, কয়লা, ঝিঙ্গা, পটল ইত্যাদি।

বর্ষা- মূলা, হেমন্ত- ফুলকপি, শীত- আলু, টমেটো, বাঁধাকপি, মূলা, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি।

ঘ) বরিশস্যের পোকা ও ঔষধের ব্যবহার ঃ

আলুঃ জাব পোকা আলুর পাতা খায় ও ভাইরাস রোগ ছড়ায়। ডাইমেক্রন লুডাক্রন কীটনাশক ছিটিয়ে জীবন্ত জাব পোকা দমন করা যায়।

ফুলকপিঃ মাছি পোকা জাব পোকা, চোরা পোকা, প্রজাপতি আক্রমন করতে পারে। আলোর ফাদের সাহায্যে অথবা ডিমের সাদা অংশ সংগ্রহ করে এসব পোকা দমন করা যায়।

বাঁধাকপিঃ জাব পোকা, বিটল পোকা, কাট ওয়ার্ম সুরশই পোকার আক্রমন দেখা যায়। আলোর ফাদের সাহায্যে অথবা ডিমের সাদা অংশ সংগ্রহ করে এসব পোকা ধ্বংস করা যায়।

ঙ) বিশ বর্গফুট এলাকায় যে কোন দুটি রবিশস্য নিজ হাতে উৎপন্ন।

জাম্বুরী ৭ ৮ ৯ থেকে শিক্ষনীয়

জাম্বুরী একজন স্কাউটদের জন্য তার স্কাউট জীবনের বিশাল ও স্মরনীয় ক্যাম্প। পরপর তিনটি জাম্বুরীতে তিন ভাবে অংশগ্রহণ, তিন ধরনের অভিজ্ঞতা আমার স্কাউট জীবনে। ৭ম বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী ও ৪র্থ সার্ক জাম্বুরী ৫-১২ জানুয়ারী ২০০৪ সালে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। এ জাম্বুরীতে আমি ছিলাম অংশগ্রহণকারী হিসেবে। দলের সাথে জাম্বুরীতে অংশগ্রহন প্রতিটি চ্যালেঞ্জ এ উৎসাহ এর সাথে অংশগ্রহণ করি। অনেক আনন্দ পেয়েছিলাম হাইকিং এ। এ হাইকিং এর শেষ প্রান্তে পানি পার ও তারপর গজারি বনের ভিতর দিয়ে হাটা সত্যিই আজ মনে করিয়ে দেয়। এ ক্যাম্পেই প্রথম খাই রাজশাহী'র কালাই রুটি।

সবচেয়ে বড় কথা হলো আমার জীবনের প্রথম কোন জাতীয় ক্যাম্প। ৭ম জাম্বুরী একই সাথে আর্ন্তজাতিক সার্ক জাম্বুরী একত্রে হয়েছিল। ৮ম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী ১৪-২২ জানুয়ারী ২০১০ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র মৌচাক গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। এ ক্যাম্পে ছিলাম জাম্বুরী সার্ভার টিমের সদস্য (স্বেচ্ছাসেবক রোভার) দায়িত্ব পালন করি প্রচার প্রকাশনা ও ডকুমেন্টেশন এ। অর্থাৎ মিডিয়া সেন্টার এ অনেক কষ্টের মধ্যে অনেক আনন্দ ও উৎসাহ নিয়ে কাজ করি। প্রতিদিনের কাজ হলো সকালে দৈনিক পত্রিকাগুলো সংগ্রহ এবং জাম্বুরী রিপোর্ট প্রতিবেদন খুঁজে বের করা। কোন দৈনিক-এ জাম্বুরীর রিপোর্ট ছাপা হলে এর কাটিং করে সংরক্ষণ ও ডিসপ্লে বোর্ড এ ফটোকপি লাগানো। ক্যামেরা হাতে নিয়ে ছুটে চলা এক চ্যালেঞ্জ হতে আরেক চ্যালেঞ্জ এ এক ভিলেজ হতে অন্য ভিলেজ এক সাব ক্যাম্প হতে অন্য সাব ক্যাম্পে। ক্যামেরা বন্দী করতাম চালেঞ্জ কার্যক্রম যা দিয়ে প্রকাশ করা হয় জাম্বুরী সমাচার। আনন্দ ময় বিষয় হলো আমার তোলা ছবি জাতীয় দৈনিকেও প্রকাশ পায়। শিখতে পেরেছি মিডিয়াতে কাজ করার মৌলিক নতুন অনেক কিছু বিষয়। বৃদ্ধি পেয়েছে আমার কাজ করার দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস।

৯ম বাংলাদেশ ও প্রথম সানসো স্কাউট জাম্বুরী ৪-১১ এপ্রিল ২০১৪ জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক গাজীপুর অনুষ্ঠিত হয়। এ ক্যাম্পে ছিলাম জাম্বুরী সার্ভিস টিম (কর্মকর্তা)। দায়িত্ব পালন করি বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর ইয়ুথ জোন - এ ডেপুটি ইনচার্জ হিসেবে। ইয়ুথ জোনের কাজ ছিল প্রতিদিন বিকাল বেলায়। অংশগ্রহণকারী স্কাউটদের জন্য নানা আয়োজন যেমন খেলাধুলা, ফুড কর্নার। ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য সাইবার ক্যাফে ইত্যাদি। স্কাউটরা অনেক আনন্দ করেছে গান গাইতে পেরে একই সাথে আমাদের ইয়ুথ জোনের সব আয়োজনে।

পরপর তিনটি জাম্বুরীতে তিন ভাবে অংশগ্রহণ সত্যি-ই আমার স্কাউট জীবনের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি অনেক অর্জিত জ্ঞান প্রশিক্ষণ। প্রতিটি ক্যাম্প হতে পৃথক ভাবে আমি অনেক কিছু শিখতে পেরেছি যা আমার প্রয়োজন হয় সর্বদা জীবন চলার কাজে, জীবন পরিচালনার কাজে।

লেখক ঃ সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

স্মৃতিপটে ৯ম বাংলাদেশ ও ১ম সানসো জাম্বুরী শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য স্কাউটিং

স্কাউটার আবু সাঈদ কাসেম

"পৃথিবীকে যেমন পেয়েছে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর করে রেখে যেতে চেষ্টা কর"। স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল এর উপরোক্ত উক্তি প্রতিটি এক মহৎ ও সুদূর প্রসারী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। স্কাউট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে আলোকিত মানুষ তৈরীই ছিল তাঁর স্বপ্ন। স্কাউট আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সফল অনুশীলন ও বাস্তবে প্রয়োগের মধ্য দিয়ে তাঁর সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন আজ পৃথিবী ব্যাপী বিস্তৃত। স্কাউটিং এর পতাকাতলে সমবেত কোটি প্রাণ আজ সেবার মহান ব্রত নিয়ে মানুষের মাঝে শান্তি ও সম্প্রীতির সেতু বন্ধন তৈরীর মাধ্যমে পৃথিবীকে শ্রেষ্ঠতর করে রেখে যাওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে।

৯ম বাংলাদেশ ও ১ম সানসো স্কাউট জাম্বুরীর থীম নির্ধারণ করা হয়েছিল "শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য স্কাউটিং"। থীমটি বর্তমান সামাজিক মূল্যবোধ ও অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও সময়োপযোগী। শান্তি ও সম্প্রীতির সুন্দর অবয়বের মধ্য দিয়েই সভ্যতা এগিয়ে যায়, মানুষ উন্নত থেকে উন্নতর জীবন যাপন করে, সমাজ ও রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের বিবর্তনে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনে যেমন পূর্ণতা আসে তেমনি কোন কোন মহৎ আন্দোলনও সমাজ-রাষ্ট্রের শিশু-কিশোর ও যুব বয়সীদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠে। স্কাউটিং এমনই একটি বিশ্বজোড়া স্বীকৃত শিক্ষামূলক অনন্য আন্দোলন। যে আন্দোলনের মূলে রয়েছে এর আদর্শ, উদ্দেশ্য ও মূলনীতির যথাযথ প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজের উপযোগী নাগরিক গড়ে তোলার প্রয়াস। যে নাগরিকরা সর্বত্র শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষে নিরলসভাবে কাজ করে থাকে।

বর্তমান তথ্য প্রযুক্তি ও বিশ্বায়নের যুগে শিশু-কিশোর ও তরুণ-তরুণীদের চাহিদা ও পরিবেশের কথা বিবেচনায় রেখে সময়োপযোগী স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়ন করে হচ্ছে। স্কাউটিং হল জীবনের শিক্ষা- Education for life.' অবসর সময়ে স্কাউটিং কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোরদের সুপ্তক প্রতিভার বিকাশ হয়। স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের সঠিক অনুশীলনের মাধ্যমে স্রষ্টার প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি হয়, দেশের প্রতি কর্তব্য বোধের উদয় হয় সর্বোপরি আত্মমর্যাদাশীল মানুষ হিসেবে সর্বদা সাধ্যমত অপরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখার মহৎ চিন্তার উদ্যোগ হয়।

স্কাউটিং একটি আদর্শ জীবন পদ্ধতি। স্কাউটিং এর মূলভিত্তি, স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনে 'প্রতিদিন কারো না কারো উপকার' (God Turn) করার তাগিদ রয়েছে। স্কাউটরা স্বত:স্ফূর্তভাবে স্কাউটিংয়ে যোগদানের পর তেকে এ উপকারী কাজটি করে থাকে। ছোট ছোট উপকার থেকে বড় হওয়ার সাথে সাথে সমাজ সেবা এবং পরবর্তীতে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে ও নিজেদের সম্পৃক্ত করে। স্কাউটরা সমাজের সাধারণ মানুষের সাথে মিশে সমাজের কোন নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে সকলের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সমস্যার সমাধান করে থাকে। স্কাউটরা তাদের স্কাউটিং জীবনেব প্রশিক্ষণ জ্ঞান সমাজের সাধারণ মানুষের কল্যাণে বাস্তবে প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডকে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে থাকে। ইতোমধ্যে স্কাউটদের দ্বারা বাংলাদেশে অনেকগুলো ছোট ছোট্ সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে। যার ফলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হয়েছে। এছাড়া বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সিডর প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় স্কাউটরা সেবার মহান ব্রত নিয়ে তাৎক্ষণিক ভাবে দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ায়। ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করে।

সমাজ সেবা ও সমাজে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের পাশাপাশি স্কাউটরা সমাজ চেতনা (Social Awareness) মূলক বিভিন্ন কার্যক্রমেও সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকে। সমাজ, পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন বার্তা জনগণের নিকট পৌছানো ও জনগণকে এ ব্যাপারে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে থাকে। জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে ইপিআই, নিউমোনিয়া, যক্ষা, কুষ্ঠ, সোয়াইন ফ্লু, ডায়রিয়া ইত্যাদি বিষয়ে স্বাস্থ্যবার্তা প্রচার ও প্রয়োজনীয় তথ্য পত্র প্রচারে ও স্কাউটরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। গার্ল-ইন-স্কাউটরা অন্যান্য কর্মসূচীর পাশাপাশি মায়ের দুধের গুনাগুন সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করে আসছে। স্কাউটদের এ সকল কর্মকান্ডে একদিকে যেমন সামজিক সচেতনতা (Social Awareness) সৃষ্টি হচ্ছে অন্য দিকে তেমনি সমাজ জীবনে ও ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটছে।

স্কাউটিংয়ে লব্ধ অভিজ্ঞতার যথাযথ অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যখন শিশু-কিশোর ও যুবক বয়সীরা আত্মমর্যাদাশীল নাগরিক হিসেবে সমাজের বৃহত্তর পর্যায়ে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করবে তখন তাদের দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র উপকৃত হবে। স্কাউট বয়সে অর্জিত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও মেধা জনগণের কল্যাণে কাজে লাগাতে স্কাউটরা কখনও পিছপা হবে না। তাদের চিন্তা চেতনা হবে নির্মল। ফলে সমাজে আলোকিত মানুষের সংখ্যা বাড়বে-সমাজ ও রাষ্ট্রে ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে। শান্তি ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে আসবে সোনালী সকাল। ফলে দূর্নীতি ও সন্ত্রাসমুক্ত সুখী-সমৃদ্ধ নিরাপদ বাংলাদেশ বির্নিমান সম্ভব হবে।

লেখকঃ স্কাউট লিডার, হবিগঞ্জ মুক্ত স্কাউট গ্রুপ

বর্ষাকালে স্বাস্থ্য পরিচর্যা

এখন বর্ষাকাল। বর্ষার আগমন আমাদের জীবনে বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে। বর্ষার কারণে রোগজীবাণু খুব সহজেই ছড়ানোর সুযোগ পায় বলে এ সময়ে বেশ কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দিয়ে থাকে।

বর্ষায় পানিবাহিত রোগ, যেমন টাইফয়েড, জন্ডিস (হেপাটাইটিস এ, ই) ডিসেন্ট্রি, কৃমিসংক্রমণ ইত্যাদির সাথে দেখা দেয় ত্বকের ফাঙ্গাসজনিত ইনফেকশন। তা ছাড়া বর্ষা স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে বাড়িয়ে দেয় স্বাস্থ্য ঝুঁকি। সুতরাং বর্ষার স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে রেহাই পাওয়ার লক্ষ্যে ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্কতা ও সমস্যা সম্পর্কে সম্যক সচেতনতা অবলম্বন করতে হবে।

বৃষ্টির পানি খুব সহজেই ময়লা-আবর্জনাকে এক স্থান থেকে বয়ে অন্যত্র নিয়ে যায়, সেই সাথে গোটা পরিবেশকেও আবর্জনার জীবাণুতে দূষিত করে তোলে। দূষণের এই কবল থেকে কখনো কখনো পান করা কিংবা ঘরের কাজে ব্যবহার করার পানিও রক্ষা পায় না। আবার বৃষ্টির নোংরা পানি মাড়িয়ে অনেকেই জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে।

ঘরের-বাইরে

এ সময়ে ঘরের বাইরে রাস্তার ধারের তৈরি খাবার এড়িয়ে চলতে হবে। পারলে রেস্টুরেন্টের খাবারও বাদ দিতে হবে। কারণ বর্ষার দিনে এসব স্থানের খাবার ও পানি দূষিত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে। কোনো কারণে বাইরে যদি খেতেই হয়, তাহলে শুধু রান্না করা খাবার বেছে নিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে প্লেট-গ্লাস ভালো করে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধোয়া হয়েছে কি না। একই সাথে বাইরের পানি পান করা যাবে না। রাস্তার ধারে তৈরি শরবত খাওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে কাপ ভালো করে ধোয়া হয়ে থাকলে চা, কফি ইত্যাদি পান করা যাবে।

ঘরের মধ্যে: বাথরুম সেরে আসার পর সাবান দিয়ে ভালো করে পর্যাপ্ত পানি ব্যবহারে হাত ধুয়ে নিতে হবে। খাবার তৈরির সময় এবং খাবার গ্রহণের আগে হাত সাবান দিয়ে একইভাবে ধুয়ে নেয়া প্রয়োজন। ঘরের বাসি খাবার এ সময় এড়িয়ে চলাই ভালো। খাবার সব সময় ঢেকে রাখতে হবে, যাতে করে খাবারে মাছি কিংবা অন্য কোনো কীটপতঙ্গ বসতে না পারে। পানি বিশুদ্ধকরণে ফিল্টার কিংবা বড়ি ব্যবহার করে পানিকে 'হেপাটাইটিস এ' থেকে মুক্ত করা যায় না। তাই পানি বিশুদ্ধকরণে পানিকে টগবগ করে ১৫ মিনিট ফুটিয়ে নেয়াই উত্তম। যেকোনো ফল কিংবা সবজি খাওয়ার আগে ভালো করে পানিতে ধুয়ে নিতে হবে।

বর্ষার ফাঙ্গাস

বৃষ্টিভেজা আর্দ্র পরিবেশ ফাঙ্গাস বেড়ে ওঠার জন্য খুবই উপযুক্ত। ত্বকে ফাঙ্গাসের সংক্রমণ রোধকল্পে তাই ব্যবস্থা নিতে হবে। আক্রান্ত স্থানে চুলকানির উদ্রেককারী ছোট্ট দানার মতো দেখা যায়। ঘা চুলকানোর পর সেখান থেকে কষ ঝরে। এছাড়া গোলাকার আংটির মতো আকৃতির এক ধরনের ফাঙ্গাস রয়েছে। এগুলো শরীরের যেকোনো স্থানের ত্বকে গোল রিংয়ের মতো আকার নিয়ে আবির্ভূত হয়। আক্রান্ত স্থানটি খুব চুলকায় ও পরে সেখান থেকে কষ ঝরে। সংক্রমণের ব্যাপ্তি ও ধরনের ওপর নির্ভর করে ফাঙ্গাসের চিকিৎসা পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন। তবে সঠিক চিকিৎসায় যেকোনো ফাঙ্গাসই সারিয়ে তোলা সম্ভব।

সর্দি-কাশি ও জ্বর

বর্ষায় সর্দি-কাশি বেড়ে যায়। অনেক সময় এসবের সাথে জ্বরও থাকে। সাধারণ এই সর্দি-কাশি ও জ্বরের জন্য প্রচলিত সাধারণ চিকিৎসাই যথেষ্ট। এ সময় সর্দির জন্য অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ, কাশির জন্য কফ নি:সরক এবং জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে রোগীর অবস্থা বিবেচনা করে ক্ষেত্র বিশেষে অ্যান্টিবায়োটিক গ্রহণের দরকার পড়তে পারে।

বর্ষার এই দিনগুলোতে সতর্ক থাকতে হবে যাতে ঠাণ্ডা না লাগে। পান করতে হবে বিশুদ্ধ পানি। পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে বর্ষার জমে থাকা পানি।

-অগ্রদূত ডেস্ক

পেন ড্রাইভ

-মোঃ হামজার রহমান শামীম

পেন ড্রাইভ কি?

পেন ড্রাইভ হচেছ পোরটেবল স্টোরেজ ডিভাইস। এটা ইউএসভি ড্রাইভ, ফাশ ড্রাইভ অথবা থাম্ব ড্রাইভ হিসেবেও পরিচিত। তবে এটা পেন ড্রাইভ হিসেবে সবচেয়ে বেশি পরিচিত । এতে একসাথে অনেক বেশি পরিমান মিউজিক, মুভি, গেম, ফাইল বা ডাটা, প্রজেক্ট, প্রেজেন্টেশন, সফ্টওয়ার সংরন করা যায়।

পেন ড্রাইভের ব্যবহার

পেন ড্রাইভ কম্পিউটার বা ল্যাপটপ এর ইউএসবি পোর্টে লাগিয়ে ব্যবহার করতে হয়। এতে অনেক বেশি পরিমান মিউজিক, মুভি, গেম, ফাইল বা ডাটা, প্রজেক্ট, প্রেজেন্টেশন, সফ্টওয়ার সংরক্ষন করা যায় এবং এক কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে অন্য কম্পিউটার বা ল্যাপটপে তা আদান প্রদান করা যায়।

পেন ড্রাইভের ইতিহাস

পেন ড্রাইভ আবিস্কার করেন মালয়েশিয়ান ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর একজন ছাত্র পুয়া কেইন সেঙস। জন্ম মালয়েশিয়া হলেও ইলেকট্রিক্যাল কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন তাইওয়ানের চিয়ো টুয়াং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৯৯ সালে তিনজন তাইওয়ানিজ এবং দুইজন মালয়েশিয়ান প্রকৌশলী মিলে "ফিজন ইলেকট্রনিক্স করপোরেশন" নামে একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন। ২০০১ সালের জুন মাসে পাঁচ তরুন প্রকৌশলীর প্রথম আবিষ্কার ইউএসবি স্টোরেজ ডিভাইজ "পেন ড্রাইভ"। আগস্ট মাসেই সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলে দেয়।

পেন ড্রাইভের নাম দেয়া

My Computer এ ঢুকে পেন ড্রাইভের উপর মাউসের কার্সর রেখে মাউসের ডান বাটন ক্লিক করলে একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। ডায়ালগ বক্সের রিন্যাম এ ক্লিক করলে পেন ড্রাইভ এর নামের জায়গা ব্লক হয়ে যাবে। সেখানে আপনি আপনার পছন্দ মত নাম টাইপ করে নিয়ে ক্লিক করলে সেই নামে পেন ড্রাইভ দেখাবে।

পেন ড্রাইভ ব্যবহারের কয়েকটি সাবধানতা

০১) কম্পিউটার বা ল্যাপটপের ইউএসবি পোর্টে পেন ড্রাইভটি লাগানোর সময় দেখে লাগাবেন। সবসময় ইউএসবি পোর্ট টি এক রকম থাকে না। লাগানোর সময় বেশি বল প্রয়োগ করলে পেন ড্রাইভটি অথবা ইউএসবি পোর্ট ভেঙ্গে যেতে পারে।

০২) পেন ড্রাইভটি ভাইরাসযুক্ত কম্পিউটার বা ল্যাপটপে না লাগানোই ভালো।

০৩) আপডেটড অ্যান্টিভাইরাসযুক্ত কম্পিউটার থেকে পেন ড্রাইভটি নিয়মিত স্ক্যান করে নিন এবং ভাইরাস থাকলে তা ফরমেট করে নিন।

০৪) পেন ড্রাইভে থাকা ফাইলে না কাজ করাই ভাল। কাজ করার প্রয়োজন হলে তা কপি করে কম্পিউটার বা ল্যাপটপে নিয়ে নিন। তারপর কাজ করুন।

০৫) কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে সরাসরি পেনড্রাইভ না খুলে স্টার্ট বারের ডানে থাকা পেন ড্রাইভের আইকনে ক্লিক করে তা সেফলি রিমুভ করে নেয়া উত্তম।

পেন ড্রাইভের ডাটা বিনিময়ের গতি বাড়ানো

পেন ড্রাইভ বা ফ্যাশ ড্রাইভগুলো সাধারনত: FAT বা FAT32 ফরমেটে হয়ে থাকে। এসব ফরমেটের চেয়ে NTFS ফরমেটে ডাটা বিনিময়ের গতি কিছুটা বেশি হয়। FAT বা FAT 32 ফরমেটের পেন ড্রাইভের ডাটা বিনিময়ের গতি বাড়িয়ে নিতে প্রথমে My Computer এ ঢুকে পেন ড্রাইভের ড্রাইভে ডান ক্লিক করে Properties সিলেক্ট করুন।

সেখানে Hardware ট্যাবে ক্লিক করে পেন ড্রাইভের ড্রাইভটি সিলেক্ট করুন। আবার নিচে Properties এ বাম ক্লিক করে Policies ট্যাবে ক্লিক করে Optimize for Performance এ একটি বাম ক্লিক করে পরপর দুবার OK করে বেরিয়ে আসুন। এতে আপনার ইউএসবি ডিভাইসের ডাটা বিনিময়ের গতি আগের থেকে অনেকটাই বাড়বে।

পেন ড্রাইভের ফরমেট পদ্ধতি

পেন ড্রাইভ অনেকভাবে ফরমেট করা যায়। কয়েকটি পদ্ধতি নিম্নেবর্ণিত হল:

প্রথমত, My Computer এ ঢুকে পেন ড্রাইভের উপর মাউসের কার্সর রেখে মাউসের ডান বাটন ক্লিক করলে একটি ডায়ালগ বক্স আসবে। ডায়ালগ বক্সের ফরমেট এ ক্লিক করলে ফারমেট পেন ড্রাইভ উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। ফাইল সিস্টেমের ড্রপডাউন থেকে পেন ড্রাইভের ফরমেট সিলেক্ট করতে হবে। ফরমেট অপসন এ Quick Format সিলেক্ট করে Start এ ক্লিক করতে হবে

তারপর OK দিতে হবে। ফরমেট সম্পন্ন হলে পুনরায় OK দিতে হবে। দ্বিতীয়ত, কম্পিউটারে ভাইরাস আক্রমন করলে অনেক সময় সেই কম্পিউটার থেকে পেন ড্রাইভ ফরমেট করা যায় না। সেক্ষেত্রে পেন ড্রাইভ ফরমেট করতে চাইলে Start থেকে Control Panel এর Computer Management এ ক্লিক করলে ডান Computer Management উইন্ডো পাওয়া যাবে। সেখানকার Storage এর Disk Management ক্লিক করলে ইউন্ডোর ডান পাশে কম্পিউটারে যুক্ত থাকা সকল ড্রাইভের বিস্তারিত বর্ণনা প্রদর্শিত হবে। তা থেকে পেন ড্রাইভের বর্ণনার বক্সের ওপর ডান ক্লিক করে ফরমেট সিলেক্ট করুন এবং OK ক্লিক করুন। তারপর আবার Yes (যদি ইউন্ডোতে প্রদর্শিত হয়) চাপুন। তাহলে আপনার পেন ড্রাইভটি সম্পূর্নরূপে ফরমেট হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত, Start থেকে Run এ গিয়ে cmd টাইপ করে ok চাপতে হবে। এতে C:\Window/ System32/ cmd.exe উইন্ডো প্রদর্শিত হবে। উইন্ডোতে C:\Documents and Settings\User Name> এর পাশেই format G:/FS:NTFS লিখে এন্টার চাপুন। এ এর স্থলে আপনার কম্পিউটারের ইউএসবি ডিভাইসের ড্রাইভের লেটার F,G,H,I লিখতে হবে এবং NTFS এর স্থলে আপনার কম্পিউটারের ইউএসবি ডিভাইসের ড্রাইভের ফরমেটটি (FAT বা FAT32 বা NTFS) লিখতে হবে। এরপর Enter চাপুন। আবার উইন্ডোতে কমান্ড প্রদর্শিত হবার পর Enter চাপুন। Format complete দেখালে উইন্ডোটি Cancel করে দিন।

পেন ড্রাইভের ফরমেট পরিবর্তন

আপনি আপনার পেন ড্রাইভের ফরমেট FAT বা FAT32 থেকে NTFS ফরমেটে রূপান্তর করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে Start থেকে Run এ গিয়ে cmd টাইপ করে ok চাপতে হবে। এতে C:\Window/ System32/ cmd.exe উইন্ডো প্রদর্শিত হবে।

উইন্ডোতে C:\Documents and Settings\User Name> এর পাশেই convert G:/FS:NTFS লিখে এন্টার চাপুন। এ এর স্থলে আপনার কম্পিউটারের ইউএসবি ডিভাইসের ড্রাইভের লেটার F,G,H,I লিখতে হবে। উইন্ডোতে Convertion complete দেখালে উইন্ডোটি Cancel করে দিন। এরপর My Computer এ ঢুকে পেন ড্রাইভের Properties এ গিয়ে দেখে নিন আপনার পেন ড্রাইভটি NTFS ফরমেটে রূপান্তরিত হয়েছে। এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে পেন ড্রাইভের কিছু জায়গা ব্যবহার হবে। আপনার পেন ড্রাইভটি কখনো ফরমেট করা প্রয়োজন হলে তা NTFS ফরমেটে (ফাইল সিস্টেম) দিয়ে ফরমেট দিবেন।

ইউএসবি ডিভাইজের অটো প্লে বন্ধ করুন

অনেক সময় পেন ড্রাইভ থেকে কম্পিউটারে বা ল্যাপটপে ভাউরাস আক্রমন করতে পারে। অর্থাৎ ইউএসবি পোর্টে ডিভাইসটি যুক্ত করার সাথে সাথে তা স্ক্যানিং করার আগেই রিড করে এবং উইন্ডো আকারে প্রদর্শিত হয়। এতে আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ খুব সহজে ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে। এজন্য অটো প্লে বন্ধ করা প্রয়োজন। অটো প্লে বন্ধ করতে হলে Start থেকে Run এ গিয়ে gpedit.msc টাইপ করে ok চাপতে হবে। Group Policy নামে একটি ইউন্ডো প্রদর্শিত হবে।

তারপর Computer Configuration] Administrative Templates] System এ ক্লিক করুন। এখনডান পাশ থেকে Turn off Autoplay তে ডাবল ক্লিক করে Enable সিলেক্ট করুন। তারপর নিচের ডায়ালগ বক্সে all Drives সিলেক্ট করে ok করে বেড়িয়ে আসুন। এতে আপনার কম্পিউটার বা ল্যাপটপে কোন ডিভাইস, সিডি বা ডিভিডি যুক্ত করলে সেটি আর

পেন ড্রাইভ

অটো প্লে হবে না এবং আপনি তা আপডেট সম্পন্ন অ্যান্টি ভাইরাস দিয়ে স্ক্যান করে ভাইরাস সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে খুলতে পারবেন।

ইউএসবি ডিভাইসে নিন ভাইরাসমুক্ত ফাইল

কোনো কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থেকে ইউএসবি ডিভাইসে যেকোন ফাইল নিতে চাইলে তা Zip (জিপ) করে নেয়া ভাল। কারন জিপ করা ফাইল বা ফোল্ডার সাধারনত ভাইরাস আক্রমন করতে পারে না। অনেক সময় ভাইরাসের কারনে ইউএসবি ডিভাইসটি রাইট প্রটেকটেড হয়ে যায় অর্থাৎ ডিভাইসের বেশ কিছু জায়গা বা প্রায় সম্পূর্ন জায়গাই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যায়, যা অনেকটা অনাকাতি। কোন ফাইল বা ফোল্ডার জিপ করতে চাইলে সেটিতে মাউস রেখে ডান ক্লিক করে। Send to] Compressed (Zipped) এ ক্লিক করলে তা জিপ হয়ে যাবে। আবার অন্য কম্পিউটারে নেয়ার পর তা unZip করতে চাইলে ফাইল বা ফোল্ডারে ডান ক্লিক করে Extract all এ ক্লিক করে next এ ক্লিক করুন। তারপর Browse এ Extract এর জায়গা সিলেক্ট করুন। তারপর Next-finish ক্লিক করে বেরিয়ে আসুন। এখন ফাইল বা ফোল্ডারটি সম্পুর্ণ আনজিপ হয়ে যাবে এবং যেখানেই আপনি ওপেন করুন আপনি পাবেন ফাইরাসমুক্ত ফাইল বা ফোল্ডার।

লেখকঃ বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ

দেশ

০১ আগস্ট ২০১৪

সিলেটের রশিদপুর গ্যাসক্ষেত্রের আট নম্বর কূপ থেকে পরীক্ষামূলক গ্যাস উৎপাদন শুরু।

০২ আগস্ট ২০১৪

ভারতে আবাসিক ভিসা লাভ করেন নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন।

০৬ আগস্ট ২০১৪

রেলওয়ে উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে (ADB) ১০০ মিলিয়ন ডলারের একটি ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১০ আগস্ট ২০১৪

ইবোলা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকার দেশে ৯০ দিনের সতর্কতা জারি করে।

বছরের দ্বিতীয় চন্দ্রগ্রহণ বা সুপারমুন দেখা যায়।

১১ আগস্ট ২০১৪

দেশের স্থলবন্দরগুলো আর্ন্তজাতিকমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ESCAP প্রণীত 'ইন্টার গর্ভমেন্ট এগ্রিমেন্ট অন ড্রাই পোর্টস' শীর্ষক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রস্তাব অনুমোদন করে মন্ত্রীসভা।

১৩ আগস্ট ২০১৪

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ।

১৬ আগস্ট ২০১৪

উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ঢাকায় চার দিনব্যাপী Sustainble Development Summit শুরু।

১৮ আগস্ট ২০১৪

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত।

দেশের প্রথম ক্রোমোজোম গবেষণা কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে।

২০ আগস্ট ২০১৪

দীর্ঘ ১৭ বছর পর রাজবাড়ী-ফরিদপুর রেললাইনে আনুষ্ঠানিকভাবে ট্রেন চলাচল শুরু।

২২ আগস্ট ২০১৪

পাবনার মোবারকপুরে উত্তরাঞ্চলের একমাত্র গ্যাস তেল কূপ খনন কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

আর্ন্তজাতিক

১ আগস্ট ২০১৪

নারী নির্যাতন রোধ সম্পর্কিত ইউরোপীয় কাউন্সিলের নতুন সনদ কার্যকর।

৩ আগস্ট ২০১৪

চীনের ইউনান প্রদেশের উনপিং শহর থেকে ১১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ৬.১ মাত্রায় ভূমিকম্প সংঘঠিত এবং বহু লোকের প্রাণহানি।

৫ আগস্ট ২০১৪

গাজা ইস্যুতে ব্রিটিশ সরকারের নীতিতে ক্ষুব্ধ হয়ে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ প্রতিমন্ত্রী সাইয়েদা হুসেন ওয়ার্সি।

৬ আগস্ট ২০১৪

সৌদি পুরুষদের জন্য বাংলাদেশসহ চারটি দেশে বিয়ে করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি প্রণয়ন করে সৌদি সরকার।

৮ আগস্ট ২০১৪

পশ্চিম আফ্রিকার চারটি দেশে ইবোলা ভাইরাস মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ায় বিশ্বব্যাপী জনস্বাস্থ্য বিষয়ে বৈশ্বিক সতর্কতা জারি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)।

৯ আগস্ট ২০১৪

ইরাকের গোলযোগপূর্ণ অবস্থাসহ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে সম্প্রসারণরত ইসলামি জঙ্গি তৎপরতা দমনে সম্মিলিত পদক্ষেপ নেওয়ার লক্ষ্যে মিসর এবং সৌদি আরবের শীর্ষ নেতাদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত।

১০ আগস্ট ২০১৪

মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রে সকলের অংশগ্রহণ ভিত্তিক একটি সরকার গঠন এবং এক বছরের বেশি সময় ধরে চলা সাম্প্রদায়িক সংঘাত অবসানের লক্ষ্যে প্রথম মুসলমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন মোহাম্মদ কামুন।

১৩ আগস্ট ২০১৪

হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্ধতি বাতিল করতে ভারতের সংসদের নিম্ন কক্ষ লোকসভায় সংবিধান সংশোধনী বিল ও বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত 'বিচারপতি নিয়োগ কমিশন বিল ২০১৪' পাশ।

১৫ আগস্ট ২০১৪

আর্ন্তজাতিক ও আঞ্চলিক চাপের মুখে ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরে দাঁড়ান নুরি আল মালিকি।

১৬ আগস্ট ২০১৪

সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি ভারতের সবচেয়ে বড় রণতরী আইএনএস কলকাতা উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মৌদি।

১৬ আগস্ট ২০১৪

৩৫তম দেশ হিসেবে ভিয়েতনাম অনুসমর্থন করার ৯০তম দিনে জাতিসংঘের আর্ন্তজাতিক নদীধারা সনদ কার্যকর।

২১ আগস্ট ২০১৪

থাই জান্তা প্রধান প্রাইউথ শান-ওলা দেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন।

১৬ আগস্ট ২০১৪

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট পেত্রো পেরোশেস্কো পার্লামেন্ট বিলুপ্ত ঘোষণা করেন।

-তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউটস গ্রুপ, ঢাকা।

চিত্র-বিচিত্র

পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। বিস্ময়কর পৃথিবীতে নতুন নতুন ঘটনার জন্ম দিচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। তেমনি কিছু সাড়া জাগানো সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে এই আয়োজন.....

দীর্ঘতম জুতার সুতা

ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির হেডকোয়ার্টার ঘিরে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক কিডস ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ ১০,৫১২ টি জুতার সুতা দিয়ে পৃথিবীর দীর্ঘতম চেইন আকৃতির চিহ্ন এঁকে গিনেস কর্তৃপক্ষের টনক নাড়িয়েছে।

সবচেয়ে দামি পোশাক

বিশ্বের এ যাবৎ কালের সবচেয়ে দামী পোশাক সম্প্রতি এক ফ্যাশন শোতে প্রদর্শিত হয়েছে। চোখ ধাধানো এই পোশাকটির (শাড়ি) নির্মাতা ব্রিটিশ ডিজাইনার ডেবিই উইংহাম ব্যবহার করেছেন ৫০ টুকরো ব্ল্যাক ডায়মন্ড। তাই শাড়িটি ওজনেও বেশ হয়েছে। পোশাকটি ওজন ২৯ পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ১৩ কিলোগ্রাম। ফ্যাশন শোতে প্রদর্শনের পর পোশাকটির দাম উঠেছে আকাশছোঁয়া! সাড়ে তিন মিলিয়ন পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ৪২০ কোটি টাকা।

সবচেয়ে ছোট ডিম

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট ডিম হো দেইউ নামের একজন চীনা আবিষ্কার করেছেন বলে দাবি করছে। এই অতি ক্ষুদ্র ডিমটি ২ সেমি (১ ইঞ্চিরও কম) চওড়া ও এটির ওজন ২.৬ গ্রাম যা বর্তমান গিনেস রেকর্ডের চেয়েও ছোট। বর্তমান গিনেস রেকর্ডের সবচেয়ে ছোট ডিমটি ২.১ সেমি লম্বা ও ওজন ৩.৪৬ গ্রাম।

ফাইল কেবিনেট

মার্কিন নাগরিক স্যামুয়েল ইয়েটস খেয়ালের বশেই তৈরি করেছেন একটি অদ্ভুত আকাশছোঁয়া ফাইল কেবিনেট। ৬৫ ফুট উচু কেবিনেটটিতে ৬০টি ড্রয়ার রয়েছে। অত্যাধিক লম্বা হওয়ার কারণে স্বাভাবিকভাবে কোনো অফিস কক্ষ বা বাড়িতে এটি রাখা হয়নি। এটি একটি মাঠে রাখা হয়েছে। গিনেস বুক অব রেকর্ডস-এ এই ফাইল কেবিনেটটি এ যাবৎ নির্মিত সবচেয়ে লম্বা ফাইল কেবিনেট স্বীকৃতি পেয়েছে।

দীর্ঘায়ু দম্পতি

শতায়ু দম্পতি হিসেবে গিনেস ওয়াল্ড রেকর্ডস বুকে রেকডধারী নতুন জুটি হতে চলেছেন কারাম (১০৭) ও কাটারি (১০০) নামের দম্পতি। তারা সুখে-দুঃখে একসঙ্গে ৮৭ বছর কাটিয়েছেন। ভারতের পাঞ্জাব থেকে আসা এই দম্পতি বর্তমানে যুক্তরাজ্যের ব্রাডফোর্ডে থাকেন। ৮ সন্তান ও ২৮ নাতি-নাতনির সংসার এ দীর্ঘায়ু দম্পতির।

সর্ববৃহৎ বিদ্যালয়

বিশ্বের সবচেয়ে বড় বিদ্যালয় হিসেবে গিনেস অব ওয়াল্ড বুকে স্থান করে নিয়েছে 'দ্য সিটি মনতেস্বরী স্কুল'। এ বিদ্যালয়টিতে তিন থেকে ১৭ বছরের শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করে। অর্থাৎ এটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি বিদ্যালয়। স্কুলটি অবস্থিত ভারতের প্রদেশের লক্ষ্মৌতে। ১৯৫৯ সালে জগদীশ গান্ধী ও তার স্ত্রী ভারতী এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিতে ৩৯ হাজার ৪৩৭ জন শিক্ষার্থী শিক্ষা নিচ্ছে। তবে এ বছরের হিসেবে স্কুলের মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৪৫ হাজার ছাড়িয়ে যাবে। স্কুলে ২৫০০ শিক্ষক, ৩৭০০ কম্পিউটার, ১০০০ ক্লাসরুম রয়েছে।

উচ্চতম ভোটকেন্দ্র

ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের দাবি অনুযায়ী হিমাচল প্রদেশের হিক্কিম ভোটকেন্দ্রটি পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু ভোটকেন্দ্র। হিমাচল প্রদেশের এ ভোটকেন্দ্রটি সমুদ্র পৃষ্ঠ ১৫ হাজার ফুট উচ্চ। বছরের ৬মাস বরফাচ্ছাদিত থাকায় অন্য জনপদের সঙ্গে অঞ্চলটির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা বৌদ্ধ ধর্মালম্বী। স্থানটির মোট ভোটার সংখ্যা ৩২৬ জন।

সর্বকনিষ্ঠ ডিজে

বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে অল্প বয়সী ডিজে হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস বুকে নাম লিখিয়েছেন এক ব্রিটিশ বালিকা। তার নাম অ্যামবার জ্যাকবস। তবে তাকে সবাই চিনে আকা ডিজে নামে। বয়স মাত্র ৬ বছর। সারাক্ষণ সঙ্গীতে মেতে থাকে আকা। তার বাবাও একজন সঙ্গীত শিল্পী।

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম পত্রিকা

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম পত্রিকাটি একটি শিশু পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম এ পত্রিকাটি ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে গিনেস কর্তৃপক্ষের নজরে আসে।

ট্যাটু কন্যা

ট্যাটু কন্যা নামে পরিচিত জুলিয়া জেনসি। তার সমস্ত দেহজুড়ে রয়েছে ট্যাটু। হিসেব কষে দেখা যায় তার দেহের শতকরা ৯৫ ভাগ ট্যাটুতে আবৃত। তাই বিশ্ব রেকর্ডসে তার নাম উঠে এসেছে।

-অগ্রদূত ডেস্ক

মিল খুঁজে পাই

অধ্যাপক আনোয়ারুল করিম

রবীন্দ্রনাথ ও পি. বি. শেলী

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে রোমান্টিক কবি পি বি শেলীর যথেষ্ট মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ স্বভাবের দিক থেকে ছিলেন শেলী অনুবর্তী। শেলী সর্বব্যাপী বিশ্বপ্রেমের সমগোত্রীয় রাবীন্দ্রিক বিশ্বপ্রেম। পশ্চিমা বাতাসের ধ্বংস ও নবসৃষ্টির বিষয়ক শেলীর বিখ্যাত কবিতা 'Ode to the west wind' এর সাথে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতাটির ভাববস্তুর লক্ষনীয় মিল রয়েছে। শেলী তার 'Ode to the west wind' এ লিখেছেন -

"Drive my dead thoughts over the universe
like withered leaves to quicken a new birth"

রবীন্দ্রনাথ 'বর্ষশেষ' কবিতায় লিখেছেন: 'উড়ে যাক, দূরে যাক বিবর্ণ বিশীর্ণ জীর্ণপাতা বিপুল নিঃশ্বাসে'। দুই কবিই চান পুরাতনের ধ্বংস যজ্ঞের মধ্যে থেকে সৃষ্টি হোক নতুন যুগের। শেলী তো স্পষ্ট করেই ঘোষনা করেছেন নতুনের আগমন বার্তা ঃ

The trumped of prophecy! O,wind,
If winter comes, can spring be for behind?

West Wind' কবিতায় শেলী যেমন পশ্চিম বাতাসের কাছে তাঁর ধ্বনি যন্ত্র হবার প্রার্থনা করেছেন- 'Make me thy lyre' রবীন্দ্রনাথও তাঁর গানে বলেছেন, ' আমারে কর তোমার বীণা, লহ গো লহ তুলে।'

কায়কোবাদ ও রবীন্দ্রনাথ

স্রষ্টা যে সৃষ্টির অস্তিত্বের সাথে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে থাকে, এই অনুভূতি প্রকাশ করেছেন মহাকবি কায়কোবাদ তার 'অমিয় ধারা' কাব্য গ্রন্থে ঃ

'সে যে আমার প্রাণের মাঝে চুপটি করে বসে আছে
আমি বোকার মত আকুল প্রাণে
খুঁজছি তারে দেশে দেশে'

একই অনুভূতিতে বিশ্বকবি কাঁর 'গীতিবিতান' এ গেয়েছেন ঃ

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাইনি
তোমায় দেখতে আমি পাইনি।'

সেক্সপিয়র ও টেনিশন

উইলিয়াম সেক্সপিয়র তার Grabbed age and youth' কবিতায় লিখেছেনঃ

Crabbed age and youth cannot live together: youth is full of pleasure, age is full of care'

****

Age, I do abhor thee, youth, I do adore thee,

লর্ড আলফ্রেড টেনিস তাঁর Ullysses কবিতায় বলেছেন ভিন্নকথাঃ 'Old age hath yet his honour and his toil'

অবশ্য টেনিশন এই কবিতার শেষে বলেছেন ঃ

'One equal temper of heroic hearts/Made weak by time and fate/but strong in will To strive/to seek, to find, and not to yield'

টেনিশন অন্যত্র বলেছেন ঃ

'The old order changeth, yielding place to new'

তাঁর এই উপলব্ধির সাথে সেক্সপিয়রের মিল লক্ষনীয়। তবে সেক্সপিয়রের 'I do abhor thee' (আমি তোমাকে ঘৃনা করি')- এই কথা নিষ্ঠুর হলেও সত্য।

নজরুল, কায়কোবাদ ও কণ্ঠশিল্পী আব্বাসউদ্দিন

মহাকবি কায়কোবাদ ও আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কায়কোবাদের যুগে মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা-দীক্ষা সবদিক থেকে পিছিয়ে পড়েছিল। মুসলিম জাতির এই দুর্দিনে কায়কোবাদ জাতিকে শোনালেন জাগরণের বাণী ঃ

'উ-ঠ জা-গো মুসলমান
কতকাল ঘুমে পড়ে রবে?
কতকাল হেনভাবে লাথি, ঘুঁতা খাবে
আপনার স্বার্থগুলো কবে বুঝে লবে?
(আমিয়ধারা)

কায়কোবাদের এই জাগরণী বাণী নজরুলের কবিতায় পরিস্ফুটিত হয়েছে অত্যন্ত তেজদৃপ্ত ভাষায় ঃ

'দিক দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে দীন ইসলামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুই উঠ জেগে, তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল।'

'সাম্যবাদী' কবিতায় নজরুল বলেছেনঃ

'গাহি সাম্যের গান-
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রিশ্চান।'

নজরুল এর এই অসাম্প্রদায়িক চেতনা মহাকবি কায়কোবাদের 'অমিয়ধারা' কাব্যের 'হিন্দু মুসলমান' কবিতায় রূপায়িত হয়েছিল ঃ

'এসো ভাই হিন্দু, এসো ভাই মুসলমান
আমরা দু'ভাই ভারত সন্তান

এসো আজি সবে হয়ে একপ্রাণ
সেবি গো মায়ের চরণ দুটি,

মহাকবি কায়কোবাদ ও নজরুলের এই অসাম্প্রদায়িক চেতনা স্ফুরণ ঘটেছে প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পী আব্বাস উদ্দিনের কণ্ঠে ঃ

'ও ভাই হিন্দু মুসলমান
হিংসায় গড়া তরবারী গুলি ভেঙ্গে কর খান খান'

ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও রবীন্দ্রনাথ

ইংরেজী সাহিত্য রোমান্টিক কবিদের মধ্যে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওর্য়াথ অত্যন্ত জনপ্রিয়। তাঁর জনপ্রিয়তার একটি বড় কারণ হল তাঁর ভাষা সহজ ও প্রাঞ্জল। তাঁর কবিতার বিষয় বস্তু 'প্রকৃতি ও মানুষ'। প্রকৃতি হচ্ছে ওয়ার্ডসওয়ার্থের অন্তরের কবি। 'প্রকৃতি কবির কাছে দার্শণিক, শিক্ষক, আধ্যাত্মিক ও জাগতিক জীবনের উৎস। কবির ভাষায়ঃ

'The anchor of my purest thought/the nurse,
The guide, The guardian of my heart/and soul
of all my moral being'

কবি প্রকৃতির মধ্যে একটি জীবন্ত সত্তা আবিস্কার করেছেন ঃ

A motion and a spirit, that impels./All thinking things, all objects of all thought, And rolls through all things' (Tintern Abbey)

আসলে ওয়ার্ডসওয়ার্থ হলেন সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতি-পূজারী। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর মত পুরোপুরি প্রকৃতি পূজারী নন। তিনি মর্তের মাধুরী আকণ্ঠ পান করেছেন। মর্তের মানুষকে তিনি ভালবেসেছেন হৃদয় দিয়ে; তাই রবীন্দ্রনাথের মানব প্রেম স্বদেশ প্রেমের দীপ্তিতে উজ্জল। মানব জীবনকে অতিক্রম করে অন্যকিছু তিনি চিন্তা করেননি। এই বিশ্বভূবনে যা কিছু দেখেছেন এবং যা পেয়েছেন তাঁর কাছে তার তুলনা নেই। তাইতো কবি বলেছেন ঃ

'যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই-
যা দেখেছি, যা পেয়েছি, তুলনা তার নাই।' (যাবার দিনে-গীতাঞ্জলী)

অনেকে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন দেবতা' কে ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর 'Life giving spirit' বা জীবন্ত সত্তার সাথে মিল খুঁজার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর 'জীবন্তসত্তা' এবং রবীন্দ্রনাথের 'জীবন দেবতা' ভিন্ন জিনিস। ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর জীবন সত্তা প্রকৃতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন দেবতা' তার ভাষায়ঃ 'যিনি আমাকে লইয়া অনাদিকালের ঘাট হইতে অনন্তকালের ঘাটের দিকে কি মনে করিয়া চলিয়াছেন, আমি জানিনা'।

রবীন্দ্রনাথ ওয়ার্ডসওয়ার্থ এর মত Pantheist বা সর্বেশ্বরবাদী নন। তাই ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি বলতে পারেননি- 'Let Nature be your teacher'.

মিলটন ও মধুসূদন

ইংরেজ কবি জন মিলটন ও বাঙালি কবি মধুসূদন দত্ত উভয়েই মহাকাব্য রচনা করেছেন। মিলটন, 'প্যারাডাইজ লষ্ট' ও প্যারাডাইজ রিগেইনড' রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন। মাইকেল বিখ্যাত হয়েছেন 'মেঘনাথ বধ' কাব্য লিখে।

আদিমানব অ্যাডম ও ইভ কিভাবে শয়তানের প্ররোচনায় ঈশ্বরের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছেন এবং এর শাস্তি স্বরূপ স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হয়েছেন - এই অসামান্য কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে মিলটনের মহাকাব্য। 'প্যারাডাইজ লষ্ট' এর শুরুতেই মিলটন তাঁর মহাকাব্যের বিষয় নির্বাচন করেছেন ঃ

'Of man's first disobedience and the fruit
of that forbiddrn tree, whose mortal taste
Brought death into the world, and all-our woe---,

ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারী শয়তানকে 'প্যারাডাইজ লষ্ট' এর প্রথম দুটি গ্রন্থে নায়ক বলে ভ্রম হতে পারে। অনেক সমালোচক শয়তানের চরিত্র চিত্রনে মিলটনের দুর্বলতা লক্ষ্য করে শয়তানকে নায়ক হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বিচারে এই অভিমত টিকেনা। 'অ্যাডাম'ই প্যারাডাইজ লষ্ট' এর নায়ক। এছাড়া 'প্যারাডাইজ লষ্ট' এর পঞ্চম স্বর্গে 'অ্যাডাম' ও 'ইভ' এর নিদ্রাভঙ্গের দৃশ্যের অনুসরণ করে মাইকেল ইন্দজিৎ ও প্রমীলার জাগরণ বর্ণনা করেছেন তাঁর 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে ঃ

'কুসুম - শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে
বিরাজ বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা
পশিল কুজন-ধ্বনি সে সুখ সদনে!
জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন গীতে।'

পি, বি শেলী ও কণ্ঠশিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

পি বি শেলী তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'To a skylark' এ বলেছেন -

Our sincerest laughter
With some pain is fraught;
'Our sweetest song are those that tell of saddest thought'

শেলীর এই পংক্তিগুলির সাথে কণ্ঠশিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায় এর সংগীতের সুন্দর মিল খুঁজে পাওয়া যায় ঃ

'দুঃখ পেতে বল চায় কে?
তবু দুঃখেই আমি সুখ পাই,
বেদনায় যে গানের জন্ম
সেই গান আমি প্রাণ ভরে গাই।'

বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের ছেলেবেলা

গণিতের রাজ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা হল পাই। বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের অনুপাতের সাধারণত পাই বলে থাকে। পাইসের মান সংক্ষেপে ৩.১৪, মার্কিন রীতিতে তারিখ লেখার সময় মাস আগে ও দিন পরে লেখার হয়ে থাকে। সেভাবে লিখতে গেলে ১৪ ই মার্চ তারিখটি হয় এমন ৩.১৪। আর এই দিনটি "পাই দিবস" হিসেবে তাই পালিত হয়। ঘটনাক্রমে বিজ্ঞানী আইস্টাইন এই পাই দিবস জন্ম নেন। ১৮৭৯ সালে জার্মানির উল্ম শহরে তার জন্ম। কিন্তু তার শৈশব কেটেছে জার্মানির মিউনিখে। জন্মের সময় আইনস্টাইন বেশ নাদুস নাদুস ছিলেন। সহজে কথা বলতেন পারতেন না। অবশ্য তিনি তোতলা ছিলেন না। তিনি নাকি কথা বলার সময় শব্দ খুঁজে পেতেন না। ৬ বছর বয়সে তিনি মিউনিখে স্কুলে যেতে শুরু করেন। সেখানে ক্রমাগত খারাপ করতে লাগলেন তিনি। একেতো ঠিকভাবে কথা বলতেন পারে না। অন্যদিকে কোনো দিন ভালোভাবে স্কুলের পড়াও করতেন না। তাই শিক্ষকরা তাকে অপছন্দ করতেন। স্কুলে তেমন তার বন্ধু ও ছিল না। বাড়িতে বড়বোন মারিয়ার সাথে খেলে এবং গল্প করে তিনি বড় হতে থাকেন। ৯ বছর বয়সে তিনি হাইস্কুলে যেতে শুরু করেন। তখনও তিনি ভালোভাবে পড়াশোনা করতেন না। কেবল গনিত আর পদার্থ বিদ্যায় আগ্রহ বাড়তে থাকে তার। এর কারণ ছিল মূলত দুটি, প্রথমত তার কাকা প্রায়ই তাকে গণিত ও বিজ্ঞানের বই উপহার দিতেন। অপরদিকে মেডিকেলে শিক্ষার্থী মা তামুদ ছিলেন তাদের পারাবারিক বন্ধু। আইনস্টানের আগ্রহ দেখেন তিনি প্রতি সপ্তাহেই তার জন্য বিখ্যাত বিজ্ঞানের ও দর্শনের বই নিয়ে আসতেন। এসব পড়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দ পেতেন। মা এর উপহারকৃত একটির জ্যামিতির বই তাকে নতুনভাবে শেখায়, কিন্তু তার আসল আগ্রহ ছিল জ্যামিতিতে নয়, ক্যালকুলাসে সে ১২ বছর বয়সে তিনি ক্যালকুলাস শেখার চেষ্টা করেন। ব্যবসায় ব্যর্থ হয়ে ওদের পরিবার ইতালির মিলানে চলে যায়। কিন্তু আইনস্টানেকে পড়ালেখার জন্য রেখে আসা হয় মিউনিখে। ৬ মাসে মধ্যেই আইনস্টান একজন ডাক্তারকে রাজি করিয়ে অসুস্থতার সার্টিফিকেট জোগাড় করে ফেলেন তিনি। আর তা দিয়ে স্কুল থেকে ছুটি নেন তিনি। তিনি মহান্দে মিলানের বাবা মার কাছে যান। কারণ বাবা মা তাকে নিয়ে চিন্তায় পড়ে যায়, কারণ তখনই হাইস্কুল না পাশ করে কোথায় ভর্তি হওয়া যেত না। তার বাবা মা অনেক খুঁজে সুইজারল্যান্ডের জুরিখে এমন একটি প্রতিষ্ঠান বের করেন যেখানে তাকে ভর্তি করানো যাবে। নাম ফেডারেল পলিটেকনিক স্কুল। আইনস্টাইন সেখানে ভর্তি হলেন এবং সাফল্যের, সাথেই সব বিষয়ে ফেল করলেন। গনিত ও পদার্থ বিজ্ঞান বিষয় ছাড়া। ওই দুটি বিষয়ে অবশ্য ভালো নম্বর পেয়েছিলেন তিনি।

অবশেষে কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত সকল নিয়ম ভঙ্গ করে তাকে একটি সুযোগ দেন। তাকে আগেই হাইস্কুলে পাশ করে আসতে হবে। কি আর করা? আইনস্টাইন পাশের আরাউ শহরে ১টি বিশেষ স্কুলে পাশ করে জুরিখ পলিটেকনিকে আসেন। সেখানে ভর্তি পর অবশ্য ছাত্র ও শিক্ষকের সাথে তার ভালো সাক্ষাৎ গড়ে ওঠে। আমরা অনেক সময় যারা স্কুলে কলেজে গণিত বিজ্ঞানে ভালো ফলাফল করে তাদের আইনস্টাইন বলে থাকি। কিন্তু আসলে আইনস্টাইন বলা উচিত তাদেরকে যাদের গণিত ও বিজ্ঞানের চরম আগ্রহ থাকে।

-অনিকা রোশনী
সংগৃহীতঃ ইন্টারনেট

বিজ্ঞানের সেরা আবিষ্কার

ছদ্মবেশী ট্যাংক

শত্রুকে নাকাল করতে এবার ছদ্মবেশী ট্যাংক তৈরি করেছেন বৃটিশ সামরিক বাহিনীর বিজ্ঞানীরা। ই-ক্যামোফ্লোজ নামে এক ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে যা ইলেকট্রনিক ইংক ব্যবহার করে ট্যাংকটিকে ছদ্মবেশী করা হবে। ট্যাংকের গায়ে স্থাপিত হবে উচ্চ প্রযুক্তির সেন্সর। সেন্সরগুলো ট্যাংকের চারপাশের পরিবেশ ট্যাংকের বহিরাংশের চেহারা বদলে দেবে। এ প্রযুক্তি মানুষ ও রোবট চালিত দুই ধরণের ট্যাংকেই ব্যবহার করা হবে।

বৈদ্যুতিক জুতা

চীনের হেনান প্রদেশের উগাং এলাকার ঝাও জুয়েকিন নামে এক কৃষক বৈদ্যুতিক জুতা উদ্ভাবন করেন। এ জুতা পরে ১ দিনে ১০০ মাইলের বেশি পাড়ি দেওয়া সম্ভব। বৈদ্যুতিক জুতা ব্যাটারি চালিত রোলার স্কেট বিশেষ। এতে গাড়ির মতো হেড লাইট ও ইন্ডিকেটর আছে। জুতা পায়ে দিয়ে ছুটে চলার সময় ভারসাম্য রক্ষার জন্য দু'টি হাতল আছে। জুতার কাজ পরিচালনার বেলায়ও এ হাতল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, স্কুলগামী শিশুদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

গাড়ির গতি ঘন্টায় হাজার মাইল

গাড়ি ছুটবে ঘন্টার হাজার মাইল গতিতে। এর শরীরে থাকবে রকেটের প্রযুক্তি। ভূ-পৃষ্ঠের ওপর এর আগে কোনদিন কোন চার চাকার গাড়ি এত জোড়ে ছোটেনি। ব্রিটিশ গবেষক দল

এই বিশ্বের দ্রুততম গাড়ির প্রোজেক্টর নাম দিয়েছে 'ব্লাড হাউন্ড'। ফর্মূলা ওয়ানের রেসিং গাড়ির শরীরে জুড়ে দেওয়া হবে রকেট প্রযুক্তি এবং একটি ফাইটার জেট বা জঙ্গি বিমানের ইঞ্জিন। তারপর সেই গাড়ী ছুটতে পারবে ঘন্টায় হাজার মাইল বা ১৬০০ কিলোমিটার গতিতে।

ক্ষুদ্র কম্পিউটার পদ্ধতি

বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্র কম্পিউটার পদ্ধতি তৈরি করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। নতুন এই ডিভাইসটির আকার হচ্ছে মাত্র এক বর্গমিলিমিটার, যা মানুষের চোখের একটি মনির সমান। যন্ত্রটি এত ক্ষুদ্র হলেও এতে যুক্ত করা হয়েছে মাইক্রোপ্রসেসর এবং অ্যান্টেনাসহ তারবিহীন রেডিওর মতো অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। ওইসব যন্ত্রের মাধ্যমে আলাদাভাবে বসানো একটি ডিভাইসে তথ্য আদান-প্রদান করা হবে। ক্ষুদ্র এই যন্ত্রটি মানুষের চোখের গ্লুকোমা রোগের চিকিৎসার জন্য চোখের প্রেসার মনিটর হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এই ক্ষুদ্র কম্পিউটারটিতে প্রতিদিন দেড়ঘন্টা সূর্যের আলোতে অথবা দশ ঘন্টা কৃত্রিম আলোতে রাখলেই চার্জ হয়ে যাবে। কম্পিউটারটিতে আরেকটি সুবিধা হলো এর স্মৃতিতে এক সপ্তাহের তথ্য সংরক্ষণ করা যাবে। এছাড়াও দূষণ শনাক্ত করা যাবে, চুরি ঠেকানো এবং তদন্ত কাজে সাহায্য করবে এই ক্ষুদ্র কম্পিউটার।

হীরা সমৃদ্ধ গ্রহ

দিগন্তজুড়ে বিস্তৃত পর্বতময় গ্রহটি আমাদের এ পৃথিবীর মতোই। কিন্তু ওই গ্রহের পাহাড়গুলো পাথরের নয় হীরা দিয়ে তৈরি। সম্প্রতি মার্কিন ও ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা এমন একটি গ্রহ আবিষ্কার করেছেন; যাতে রয়েছে অতি সমৃদ্ধ কার্বন; যা পাওয়া যায় গ্রাফাইট ও হীরার আকারে। ফলে বহু আলোকবর্ষ দূরের ঐসব গ্রহে দেখা যেতে পারে হীরার পাহাড়। অন্য নক্ষত্র চারপাশে ঘুরছে এমন ৫০০টি গ্রহ তারা আবিষ্কার করেছেন বিজ্ঞানীরা। এগুলোকে বলা হয় এক্সো প্লানেট।

বৃহত্তম সৌরশক্তি চালিত নৌকা

বিশ্বের কার্বন নির্গমনের ৪.৫ শতাংশ দায় বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর। তাই কয়েক বছর ধরেই বিকল্প জ্বালানী নির্ভর জাহাজ নির্মাণের চেষ্টা চলছে। ইতোমধ্যে দুই কোটি ৬০ লাখ ডলার ব্যয়ে তৈরি হয়েছে ৬০ টন ওজনের দুই কাঠামো বিশিষ্ট নৌকা প্লানেট সোলার। সুইস কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি ১০০ ফুট দৈর্ঘ্যের এ যান বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম সৌরশক্তি চালিত নৌকা। এর গতি ঘন্টায় ২৫ কিলোমিটার। যাত্রী ধারণ ক্ষমতা ৫০ জন।

তিন

স্কাউট দলের সবাই বালুর টিবি দেখে খুব খুশি। কয়েক ট্রাক বোঝাই করে বালু আনা হয়েছিল। তারা বালুর ভেতরে খুব সুন্দর একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করল। ছোট খাটো সুড়ঙ্গ। অনায়াসে একটা বেড়াল তা দিয়ে যাতায়াত করতে পারে।

একটু পরে কিসলু বলল, এখন বাসায় ফেরা দরকার। আমার গোসল করার সময় হয়ে গেছে।

শিবলি বলল, আমারও বাসায় ফেরার দরকার। আম্মা নিশ্চয়ই আমার খোঁজ করছেন।

সবাই বাসার দিকে এগোল। নদীর বাঁধের বিপরীত দিকেই পুরানো দালান বাড়ী। সারাটা বাড়ী খালি পড়ে রয়েছে। শুধু নিচ তলায় ছোট্ট একটা ঘরে ময়লা পর্দা ঝুলছিল।

শিবলি জিজ্ঞেস করল, নিচের এই ঘরে কে থাকেন?

জিতু উত্তর করল, বাড়ী যিনি দেখাশুনা করেন তিনিই থাকেন। ভদ্রলোক খুবই বুড়ো। তাছাড়া কানে মোটেও শুনতে পান না। শুনেছি ওর মেজাজও খুব খারাপ।

দলের সবাই দালান বাড়ীর গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সবকিছু লক্ষ্য করতে লাগল। বাড়ীর সামনে খোলা জায়গা। পাচিল দিয়ে ঘেরা।

কিসলু বলল, সন্দেহ নেই এটি প্রকান্ড বাড়ী। জানি না এ বাড়ীর মালিক কে? তারা থাকেন না কেন এ বাড়িতে?

জিতু বলল, গেট থেকে দালান পর্যন্ত সরু পথ বৃষ্টিতে কর্দমাক্ত হয়ে গেছে। এ পথে কেউ হেঁটে যায়নি। দেখছনা পায়ের ছাপ পড়েনি। যিনি বাড়ী দেখাশুনা করেন সম্ভবত তিনি বাড়ীর পেছনের রাস্তা ব্যবহার করেন।

এমন সময় গেটের তলা দিয়ে শরীর গলিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল টনি। ওভাবে যার তার পায়ের ছাপ পড়ল।

জিতু তখনি চিৎকার করে টনিকে ডেকে বলল, ফিরে এসো টনি ওভাবে যার তার বাড়িতে ঢুকতে নেই।

এমন সময় নীচের ঘরে জানালার পর্দা এক পাশে সরে গেছে। দেখা গেল সেই বুড়োকে। তিনি চিৎকার করে বললেন আমি কোনো কুকুর বা মানুষকে ভেতরে আসতে দেবনা। এরা বড় বেশী উৎপাত করে। তোমাদের কুকুর ফিরিয়ে নাও। টনি ফেরার নামটি করল না। বুড়োর দিকে তাকিয়ে সে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে শুরু করল। জানালার পাশে থেকে সরে গেলেন তিনি। এবারে দরজা খুলে বেরুলেন। হাতে বড় মস্ত বড় লাঠি। তিনি ছেলে মেয়েদের দিকে লাঠি বাগিয়ে বললেন, এই লাঠি দিয়ে মেরে কুকুরের মাথা ফাটিয়ে দেব। পাভেল তখন চিৎকার করে বলল,ফিরে এসো টনি। কিন্তু টনির কানে যেন তালা লেগে গেছে। সে কারো কতাই শুনছে না। বুড়ো লাঠি উচু করে এক ঘা দেবার উদ্যাগ করলেন। নিরুপায় হয়ে পাভেল গেট খুলে টনির কাছে গেল। নইলে সে আজ বুড়োর কাছে মার খেতে পারে। পাভেল চিৎকার করে বুড়োকে বলল, আমি একে ফিরিয়ে নিচ্ছি। বুড়ো লাঠি নামিয়ে বললেন, এখানে কুকুর পাঠিয়েছ কেন? পাভেল মহারাজার গলার বেল্ট চেপে ধরে বলল, আমরা পাঠাইনি। সে নিজেই এসেছে। বুড়ো বলল, কি বলছ বুঝতে পারছিনা। বুড়ো এমন ভাবে বলল যেন তিনি নিজের বরং পাভেল এ শুনে। অগত্যা পাভেল গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বলল আমরা গেটের ভেতর কুকুর পাঠাইনি। সে নিজেই এসেছে। বুড়ো তখন বিরক্ত হয়ে বলল,ঠিক আছে। এখানে ভবিষ্যতে আর না এলেই হলো। নইলে আমি পুলিশ ডাকতে বাধ্য হব। বলেই বুড়ো তার ঘরের ফিরে গিয়ে দড়াম করে দরজা আটকে দিল। পাভেল টনিকে নিয়ে গেটের বাহিরে এলো। সেখানে অপেক্ষামান বন্ধুদের বলল ভারী বদমেজাজী লোক। অমন লাঠি দিয়ে একটা দসা সই ঘা লাগালের

টনির দফা রফা হত আজ। জিতু গেট আটকে দিয়ে বলল, কাদার উপরে তোমার আর টনির পায়ের ছাপ পড়েছে। ইস খুব দেরি হয়েগেছে। চল তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে যাক। সবাই বিদায় নেয়ার আগে পাভেল বলল। পরর্বতী সভায় কবে হবে তা সময় মত সবাইকে জানান হবে। নতুন সাংকেতিক শব্দ কেউ ভুলনা যেন। মনে করে ব্যাজ পড়বে। জয় সবার আগে বাড়ি ফিরল। পুরনো এই দালান বাড়ি থেকে তার বাড়ি ছিল সবচেয়ে কাছে। সে ঘরেই ফিরে বাথরুমে হাত মুখ ধুতে গেল। তারপর সে এলো আয়নার কাছে চুল আচড়াতে। সে ব্যাজ খুলে রাখতে গেল। বুকে দেখল জায়গা মত ব্যাজ নাই। সে তখনই দৌড়ে এল বাথরুমে। কি জার্সি সেখানে সে যদি ব্যাজ রেখে থাকে। না বাথরুমে ব্যাজ নেই। আরো কয়েক জায়গায় খুঁজে ব্যাজ পেল না ব্যাজ। তখন তার মনে পড়ল। বালু দিয়ে সুড়ঙ্গ বানানোর সময় সে হয়তো ব্যাজ ফেলে এসেছে। জয় ভাবল মা মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে।তিনি থাকলে হয়তো কাপড়দিয়ে একটা ব্যাজ তৈরী করে দিতেন। বাসায় নেলীর খালাম্মা আছে। কলেজে পড়েন। কিন্তু তিনি ব্যাজ তৈরী করে দেবেন না। নেলী খালাম্মা আসলে জয়ের বোন তিথিকে বেশী ভালবাসে। নেলী খালাম্মার মতে জয় খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে তার খালাম্মার জন্য ফুল কুড়িয়ে আনে না। চোখে মুখে সাবান দিয়ে গোসল করতে সে বিরক্ত বোধ করে। খাতার অংক করার সময় বড় বেশী মুছা মুছি। এসব কারণে খালাম্মা জয়কে বেশী পছন্দ করতেন না। তাছাড়া খালাম্মা মনে করে সে খাবার টেবিলের বসে মাছের মুড়ো খাওয়ার জন্য বড় বোন তিথির সাথে ঝগড়া করেন।

তবু জয় মনে মনে ঠিক করল খালাম্মাকে সে একটা ব্যাজ তৈরী করে দিতে বলবে তিথির সাথে আজ দুদিন থেকে ঝগড়া করেনি। কাজেই খালাম্মা ব্যাজ তৈরী করতে নিশ্চয়ই কোন আপত্তি করবেন। নেলী খালাম্মা হয়তো ব্যাজ তৈরী করে দিতে কিন্তু খাবারের টেবিলের হঠাৎ একটা ঝামেলা বেধে যাওয়ার সেটি আর হয়ে উঠল না। ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। নেলী খালাম্মা তিনি আর জয়কে নিয়ে এক সাথে বললেন আজ সকালে তুমি কোথায় গিয়েছিলেন তা আমি জানি। বিদ্রুপের সাথে হেসে তিথি আবার বলল, তুমি গিয়েছিলেন তোমাদের স্কাউট দলের সেই সদর দফতরে। তুমি ভেবেছ আমি কিছুই জানিনা। তোমাদের সভার কথা আমার জানা আছে। জয় তিথির দিকে তির্যক দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর চিৎকার করে বলল, এভাবে সবার সামনে তুমি আমাদের সদর দফতরে কথা ফাঁস করে দিতে পারনা। তোমার মত ঝগড়াটে মেয়ে হয়না।সাথে সাথে নেলী খালাম্মা বলেন, এভাবে কখনো কথা বলবেনা জয়। তিথি এবার জয়কে রাগানোর জন্য বলল, তা এবার নতুন গোপন সংকেত শব্দ কি ঠিক করা হয়েছে। এর আগে সংকেত শব্দ আমার জানা আছে। তুমি যাতে ভুলে না যাও জন্য তোমার খাতায় লিখে রেখেছি। আমি তা পড়ে পেলেছি। তা এসে লাগল নেলী খালাম্মা পায়ে। নেলী খালাম্মা চিৎকার করে বলে উঠল হায় হায় আমার পায় গেল। নিশ্চয় আমার হাড় ভেঙ্গেগেছে। দিন দিন তোমার আর্স্পর্দা বেড়ে যাচ্ছে জয়। এখনি খাবার টেবিল থেকে উঠে যায়। তোমার অপরাধের জন্য তোমার পুডিং দেয়া হবে না। আমি আজ সারাদিন তোমার সাথে কথাও বলবনা। জয় লজ্জায় মাথা নত করে বলল, আমি খুবই দুঃখিত খালাম্মা । আমি তোমায় লক্ষ্যে করে পাছ ছাড়িনি। নেলী খালাম্মা বললকাকে মেরেছ সেটা বড় কথা নয়। তুমি পা ছুড়েছ সেটাই বড় কথা। তুমি এখনই টেবিল ছেড়ে উঠে যাবে। জয় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল তার ইচ্ছে হচ্ছিল বেরিয়ে যাওয়ার সময় ঘরের দরজা দড়াম করে বন্ধ করে দেবে। কিন্তু সে তা করতে সাহস করল না। বোনের কাচু মাচু মুখ তার চোখে পড়েছিল। বেচারী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। মুর্হুতের ভেতর সমগ্র ব্যাপারটা এমন হয়ে যাবে সে ভাবতে পারেনি। পাশের ঘরে যেতে জয় ভাবল, এ সময় খালাম্মা নিশ্চয় তাকে ব্যাজ তৈরী করে দেবেন না। ব্যাজ না থাকলে তাকে র্নিঘাত স্কাউট দল থেকে বের করে দিবেন। এমন সময় জয়ের মনে পড়ল বালুতে সুড়ঙ্গ তৈরী করার সময় কি একটা পড়ে ড়িয়েছিলেন। তখন সে খেয়াল করেনি। জয় ভাবল সে এখন সেখানে গিয়ে ব্যাজ খোজে করে দেখবে।জয় যখন বাড়ির বাইরে ভেরতে যাবে অমনি নেলী খালাম্মা ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরে বললেন, তুমি বাইরে যেতে পারবেনা। খাবার টেবিলেন বসে তুমি যে কান্ড করেছ তার শাস্তি হিসেবে তোমাকে আজ বাইরে খেলতে যেতে দেয়া হবে না। জয় খালাম্মার হাত ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করে বলল, আমি খেলতে যাচ্ছি না। আমি একটা জিনিস হারিয়েছি। তাই খুঁজতে যাচ্ছি। খালাম্মা তখন আরো গভীর স্বরে বলল, আমি যা বলেছি তা তোমার করতে হবে। ঠিক আছে জয় আপাতত ঘরে থাকাই ঠিক করল। সে ভাবল রাতের ভেলায় টর্চ নিয়ে সে বালুর কাছে গিয়ে ব্যাজ খুজে বের করবে।

চার

রাত নয়টার দিকে ভাত খেয়ে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। জয় সবার অলক্ষ্যে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ল। সে সাথে নিল টর্চ লাইট। বাইরে ঘুট ঘুট অন্ধকার। সামনে মোড় নিতেই একটা গলি। গলি পেরলে শেষ মাথায় সেই বালির পাহাড়। আশেপাশে লোকজন নেই। রীতিমত নির্জন জায়গা। যেখানের বালির সুড়ঙ্গ বানানো হয়েছিল সেখানে এলো জ্যোতি। টর্চের আলো ফেলে ব্যাজ খুঁজতে লাগল সে জয় দেখল সুড়ঙ্গ তেমনি আছে। শুধু সুড়ঙ্গের সামনে দিকে কিছু জায়গা ধসে পড়েছে। হঠাৎ জয় আনন্দে চিৎকার করে উঠল। সুড়ঙ্গের একপাশে দেখল তার ব্যাজ পড়ে রয়েছে। সাদা কাপড়ের তৈরী ব্যাজ। তাতে রঙ্গিন সুতোর মুক্তমন লেখা। ব্যাজের পিছনে সেফটিপিন আলগা। কিভাবে সেই সেফটিপিন খুলে গিয়েছিল জয় ব্যাজ কুড়িয়ে পকেটে রাখল। তার বরাত ভালই বলতে হবে। এত সহজে ব্যাজ খুজে পাবে সে ভাবতে পারেনি। জয় তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে চাইলো। তার বেশ ঘুম পড়েছিল। জয় টর্চ জ্বালাতে গেল আবার। কি ব্যাপার, কিছুইতে টর্চ জ্বলছেনা আর। বোতাম টেপার পরেও টর্চের আলো ঠিক বেরোচ্ছেনা। জয় টর্চ খুলে ব্যাটারি পরীক্ষা করল। সম্ভবত একটা ব্যাটারি নিঃশেষ হয়ে গেছে ফলে আলো জ্বলছেনা। জয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। একা অন্ধকারে দাড়িয়ে রইল সে। হঠাৎ অদূরে কিছু একটা গোলামালের শব্দ শুনল। সে দেখল অদূরে একটা গাড়ির হেড লাইট জ্বলছে। একটা গাড়ি খুব ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিলো। জয় সেদিকে এগিয়ে গেল। সামনের পুরেনো বাড়ির গেট। জয় আরো দেখল সেই গাড়ি কি যেন পেছনে টেনে নিয়ে আসছে। কি হতে পারে জয় তা ভেবে পেল না। অন্ধকারে সবকিছু ভালভাবে লক্ষ্য করতে জয়ের খুব অসুবিধা হচ্ছিল। বিচিত্র ধরনের চৌকোনো গাড়ি। অন্ধকারে মনে হল গাড়ির দরজা নেই। জয়ে ভেবে পেলনা এই বিচিত্র গাড়ি এখন কোথায় যাবে। সে সব কিছু ভালভাবে লক্ষ্যে করে দেখার জন্য কাছেই একটা পাঁচিলের ওপর চড়ে বসল। গাড়ির হেড লাইট নিভে গেল।গাড়ি তখন থেমে গেল মনে হল। পেছনের যে গাড়ি টেনে আনছিল তাও থেমে গেল। জয় অন্ধকারে মোটা মুটি সামনের ও পেছনের দুটো গাড়ি সর্ম্পকে একটা আচল করে নিল। জয় এমন সময় দেখল গাড়ি থেকে দু একজন লোক নেমে এসেছে। তারা কি যেন ফিস ফিস করে বলছিল। সে ভাবল এ সময় যদি আকাশে চাঁদ থাকত তাহলে সে চাঁদের আলোয় সব কিছুই ভালভাবেই লক্ষ্যে করতে পারত। ঠিক তখই জয় শুনতে পেল একজন আরেজনকে বলছে আর কেউ দারান বাড়িতে নেইত? অন্ধকারে অপরজন উত্তর করল। সেই বুড়ো ছাড়া আর কেউ নেইত? ভালভাবে দেখছতো? অপর লোক বলল হা মোহন আমি ভালভাবে দেখেছি! আশেপাশে জনমানুষের কোন চিহ্ন নেই। চল এখন কাজ শুরু করা যাক। এমন সময় কেউ এখানে থাকে না সাধারণত! খুব সাবধান কিন্তু! কাক পক্ষী যেন টের না পায়। তারা দু জন আবার গাড়িতে উঠল। পাঁচিলের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ভয়ে জয় ঠক ঠক করে কাপছিল। এই অন্ধকারে নির্জন একটা পুরনো দালান বাড়ির সামনে তারা কি করছে? জয় এবার ভাবল সে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে সব দেখে শুনে বাড়ী ফিরব কী না। শেষে সে ঠিক করল আপাতত বাড়ী ফিরে যাব। সে পাচিল থেকে নেমে এগিয়ে গেল। হঠাৎ জয় লোকদুটো যেখানে কথা বলছিল সেখানে বিচিত্র কিছু শব্দ শুনতে পেল। আওয়াজ শুনে মনে হল গাড়ির দরজা খোলা হয়েছে। এর পরে যে আওয়াজ জয় শুনতে তাতে তার পায়েররক্ত হিম হয়ে যাওয়ার যোগাড়। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে সাথে সাথে জয় দিল দৌড়। কি অবাক কান্ড। কেএকজন দৌড়াছিল যেন। তার একটু পরেই শোনা গেল একটা চাপা আর্ত চিৎকার। সেই সাথে ধ্বস্তা-ধ্বস্তির শব্দ। সেই লোক দুটো কাকে যেন চেপে ধরেছিল। তারাও রীতীমত হাফাচ্ছিল। জয় ভেবে পেলনা এমন সব বিচিত্র আওয়াজ কিসের? কে গোঙাছিল এমন ভাবে? জয় বেশ ভাল ভাবে বুঝতে পারল কোথাও কিছু একটা অপকান্ড ঘটেছে। জয় আপাতত কিছু ঠাহর করে উঠতে পারল না। তবে নিজের যাতে কোন ক্ষতি না হয় তাই ভেবে সেই দিল ভো দৌড়ে। বাসায় ফিরে জয় হাপাতে লাগল। একি দেখল সে। এযে রীতিমত রহস্যময় ব্যাপার। রাতে বিছানায় শুয়ে জয় ঠিক করল, আগামীকাল খুব ভোরে সবাই ঘুম থেকে উঠার আগে সে সদর দপ্তরে চিঠি রেখে আসবে। তাতে জরুরী ভিত্তিতে স্কাউট দলের সভা ডাকার অনুরোধ জানান হবে। মুক্তমন স্কাউট দলের এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে। জয়ের সেই রাতে ভালভাবে ঘুম হল না। সে ভেবেই পেল না কে অমনভাবে আর্তচিৎকার দিয়ে উঠেছিল? অমনি বিচিত্র গাড়ির ভেতর কি ছিল? কারা এই লোকজন ? জয় রাতে দুঃস্বপ্ন দেখল।

-চলবে

সাকিব আবারো ১ নম্বরে

সাকিব আবারো ১ নম্বরে

টেষ্ট অলরাউন্ডার র‍্যাংকিংয়ে আবারো শীর্ষে উঠে এসেছেন বাংলাদেশের সাকিব আল হাসান। ১১ আগস্ট ২০১৪ আইসিসি'র ঘোষিত সর্বশেষ র‍্যাংকিং অনুযায়ী টেস্টে সেরা ৫ অলরাউন্ডার হলেন-

(১) সাকিব আল হাসান, বাংলাদেশ, রেটিং পয়েন্ট-৩৬৪।
(২) রবিচন্দন অশ্বিন, ভারত, রেটিং পয়েন্ট-৩৫৭।
(৩) ভারনন ফিল্যান্ডার, দক্ষিণ আফ্রিকা, রেটিং পয়েন্ট-৩৪৮।
(৪) স্টুয়ার্ট ব্রড, ইংল্যান্ড, রেটিং পয়েন্ট-২৯৬।
(৫) মিচেল জনসন, অষ্ট্রেলিয়া, রেটিং পয়েন্ট-২৮০।

জাতীয় ফুটবল লীগ ২০১৩-১৪

সময়কাল: ১২ ডিসেম্বর ২০১৩-২৫ জুলাই ২০১৪। চ্যাম্পিয়ন: শেখ জামাল, ধানমন্ডি ক্লাব। রানার্সআপ: ঢাকা আবাহনী। সর্বোচ্চ গোলদাতা: ওয়েডসন আনসেলামি (শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব): ২৬টি। হ্যাটট্রিক: ১৬টি। সর্বাধিক হ্যাটট্রিক: এমেকা ভার্লিংটন (শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব): ৩টি। মোট ম্যাচ: ১৩৫টি। মোট গোল: ৩৮২টি। সর্বাধিক গোল দেওয়া দল: শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব; ৭৮টি। সর্বাধিক গোল হজম করা দল: উত্তর বারিধারা; ৮৫টি।

-প্রথমবারের মত প্রিমিয়ার লীগ খেলা হয়েছে তিন লেগ পদ্ধতিতে।

গ্রীষ্মকালীন যুব অলিম্পিক গেমস ২০১৪

আয়োজন: দ্বিতীয়। সময়কাল: ১৬-১৮ আগস্ট। স্বাগতিক শহর: নানজিং; চীন। অফিসিয়াল মাসকট: নানজিংলেলে (Nanjinglele)। অংশগ্রহণকারী দেশ: ২০৪। অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়: ৩৬০০ জন মোট ক্রীড়া: ২৮টি। ইভেন্ট ২২২টি। বাংলাদেশ দলের অ্যাথলেট: ২৩জন। বাংলাদেশ দলের অংশগ্রহন: ৫টি ক্রীড়ায় আর্চারি, শ্যুটিং, সাতার ভারোত্তোলন ও হকি। তৃতীয় গ্রীষ্মকালীন যুব অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠিত হবে ২০১৮ সালে আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্স -এ।

২০১৪ বিশ্বকাপের সেরা গোল

ফুটবলের সর্বোচ্চ সংস্থা ফিফার ওয়েবসাটের চল্লিশ লাখ ব্যবহারকারী ভোটে ২০১৪ বিশ্বকাপের সেরা গোল নির্বাচিত হয় কলম্বিয়ার হামেস রদ্রিগেস - এর উরুগুয়ের বিপক্ষে করা গোলটি। টুর্নামেন্টর দ্বিতীয় রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ঐ ম্যাচের ২৮তম মিনিটে আবেল আগিলার হেডটি কাঁধের এক প্রান্ত দিয়ে বলটি নামিয়ে বল মাটিতে পড়ার আগেই ২৫ গজ দূরে থেকে বা পায়ের দূরন্ত ভলির মাধ্যমে এ গোলটি করেন তিনি। এবার নিয়ে টানা তৃতীয়বারের মতো লাতিন আমেরিকার খেলোয়াড় এ পুরস্কার লাভ করেন। ২০১০ সালে উরুগুয়ের দিয়েগো ফোরলান আর ২০০৬ বিশ্বকাপের আর্জেন্টিনার ম্যাক্সি রদ্রিগেস এ পুরস্কারটি জিতেছিলেন।

ঢাবি ব্লু ২০০০-২০১১

খেলা ধুলায় বিশেষ সাফল্য অর্জনকারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ সম্মান 'ব্লু'। ১৯৯৯ সালে সর্বশেষ প্রদান করা হয়েছিল 'ঢাবি ব্লু'। দীর্ঘ ১৫ বছর পর ২৯ আগস্ট ২০১৪ প্রদান করা হয় ২০০০-২০১১সাল পর্যন্ত মনোনীত ৪৮ শিক্ষার্থীকে 'ঢাবি ব্লু' দেয়া হয়। এর মধ্যে ৩৫ জন ছাত্র এবং ১৪ জন ছাত্রী। খেলা অনুযায়ী প্রদত্ত 'ঢাবি ব্লু'- হকি: ৮, হ্যান্ডবল: ৮, ফুটবল: ৭ ,অ্যাথলেটিক্স: ৬, ক্রিকেট: ৪, বাস্কটবল: ৪, সাতার: ৩, ব্যাডমিন্টন: ৩, টেবিল টেনিস : ৩, ও ভলিবল: ২।

বিশ্ব দাবা অলিম্পিয়াড ২০১৪

আসর: ৪১তম। স্থান: ট্রমসো, নরওয়ে। সময়কাল: ১-১৪ আগস্ট ২০১৪। অংশগ্রহণকারী দেশ: ওপেন বিভাগ ১৭৭টি ও মহিলা বিভাগ ১৩৬টি। অংশগ্রহণকারী ১৫৭০জন; ওপেন ৮৮১জন ও মহিলা ৬৮৯জন। চ্যাম্পিয়ন (দলীয়) ওপেন বিভাগ চীন মহিলা বিভাগ রাশিয়া। একক চ্যাম্পিয়ন ওপেন বিভাগে ইয়ু ইয়াংগি (চীন) *মহিলা বিভাগে নানা জাগনিদজে (জর্জিয়া)।

বাংলাদেশের অবস্থান

ওপেন বিভাগে ৬৪ তম মহিলা বিভাগে ৫৬ তম। ৪২ তম দাবা অলিম্পিয়াড অনুষ্ঠিত হবে ১-১৪ আগস্ট ২০১৬ আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে।

চাই, চাই

মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ

আলো চাই ভালো চাই
সব মুখে হাসি চাই
মন্দের অবসান
মুছে দিতে চাই চাই ।

দিতে চাই নিতে চাই
ভালবাসা পেতে চাই
সব মুখে কথা চাই
ঐক্যের ডাক চাই ।

রন্ধনে গ্যাস চাই
কলে কলে পানি চাই
শিশু মুখে ডাক চাই
হায়দরি হাঁক চাই ।

কলমের কালি চাই
মলমের গুণ চাই
নাই নাই এ কথার
অবসান চাই চাই ।

খাবারের খোঁজ চাই
পেট ভরে ভোঁজ চাই
কাজের প্রয়োজনে
রোজ রোজ ফোন চাই ।

ভালো কিছু মন চাই
পরিবেশ জোন চাই
কথা কাজে মিল চাই
কাজ শেষে বিল চাই ।

রোদ চাই ছায়া চাই
নদী চাই জল চাই
অকারণে বাড়াবাড়ি
অবসান চাই চাই ।

মানুষের লাজ চাই
বেকারের কাজ চাই
সীমারের বুকে চাই
দয়া চাই মায়া চাই ।

অধীনের লোকটাকে
ক্ষমা করে দিতে চাই
পথপানে গতি চাই
খাঁটি সোনা রূপা চাই ।

আরো আরো আরো চাই
এক থেকে বারো চাই
যেই বুকে তের নাই
তারে আরো দিতে চাই ।

পিঠা চাই মিঠা চাই
ভাঁপা পুলি পিঠা চাই
অতি শীত গরমের
অবসান চাই চাই ।

সস্তায় চাল চাই
বাঁকা ঠোঁটে হাসি চাই
অকারণে গালাগালি
অবসান চাই চাই ।
বাজারের ফর্দটা
ম্যাডামের কম চাই
তবে ভাল খেতে চাই
দূর দেশে যেতে চাই ।

পদ্মার উপরেও
ভাল এক সেতু চাই
আম, জাম বেল চাই
কম দামে তেল চাই ।

কাগজের সংবাদে
সত্যের লেশ চাই
দেশ চাই বেশ চাই
অধীনতা শেষ চাই ।

অফিসের বসকেও
কাজে বিজি থাকা চাই
আরো আরো আরো চাই
আচরণ ভালো চাই ।

তোমায় ভুলব কেমন করে?

শাহী সবুর

মেঘ মেদুর এই বরিষণে তোমার কথা পড়ল মনে ।
মেঘে লুকায় রবি,

দুঃখ ব্যথা সব ভুলিতে মনের খাতায় রং তুলিতে
আঁকছি তোমার ছবি
তুমি কেমন আছ কবি?

বৃষ্টি ঝরার এই লগনে অনেক কথা পড়ছে মনে,

আজ তুমি নেই ধারে,

দেহ রেখে মনটা কেড়ে চলে গেলে আমায় ছেড়ে
সাত সাগরের পারে,

আমার সুপ্ত মনের গুপ্ত ব্যথা কেঁদে কেঁদে মরে
তোমায় ভুলব কেমন করে?

সাথে নিয়ে নতুন সাথী কাটাও তোমার সুখের রাতি
বিলাস বহুল ঘরে,

ঘুম আসে না আঁখির পাতায় মন ভরে যায় দুঃখ ব্যথায়
কেবল তোমার তরে,

আমার আশার প্রদীপ জ্বলবে না আর স্বপ্ন বাসর ঘরে
তোমায় ভুলব কেমন করে?

যদি কভু তোমার দেশে জল ভরা মেঘ যায় গো ভেসে
দেখবে খেয়াল করে

আকাশ পারে মেঘের ফাঁকে বিজলী মেয়ে ডাকছে কাকে
তোমারই নাম ধরে

আমার ব্যথায় ভরা দুটি চোখের অশ্রু যাবে ঝরে
তোমায় ভুলব কেমন করে?

স্বদেশ-বিবৃতি

বিশ্ব সেরায় ৭ মার্চের ভাষণ

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (এখন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' বলার মধ্যে দিয়েই কার্যত স্বাধীনতার ডাক দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। স্বাধীনতার সংগ্রামের প্রেরণাদায়ী ঐ ভাষণ এখনো আলোচিত, এ নিয়ে লেখা হয়েছে কবিতাও। বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণকে বিশ্বসেরা অন্যতম ভাষণ বলে অনেকে মনে করেন। এবার বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে যুক্তরাজ্যর একটি প্রকাশনায় তা স্থান পেয়েছে। ইংরেজিতে অনূদিত ভাষণে বইটির নাম 'উই শ্যাল ফাইট দ্যা বিচেস: দ্য স্পিচেস দ্যাট ইন্সপায়ার্ড হিস্টরি' [We shall fight on the beachcs: the speeches that inspired history] বইটির সংকলক জ্যাবক এফ ফিল্ড । খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩১ সাল থেকে ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সেরা ভাষণ নিয়ে ২২৩ পৃষ্ঠার বই এটি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধকালে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চিলের ভাষন থেকে নেয়া। শিরোনামের এ সংকলন গ্রন্থের শেষ ভাষণটি যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের 'টিয়ারস ডাউন ওয়াল'। বইটির ২০১ নং পৃষ্ঠার ' দ্য স্ট্রাগল ফর ইন্ডিপেন্ডেন' শিরোনামে স্থান পায় বঙ্গবন্ধুর ভাষণটি।

বিটকয়েন ও বাংলাদেশ

১৫ আগস্ট ২০১৪ বিটকয়েন ফাউন্ডেশন বাংলাদেশকে এশিয়ার প্রথম সহযোগী হিসেবে ঘোষণা দেন সে সাথে এর কার্যক্রম পরিচালনায় চার সদস্য দল গঠন করে। বিটকয়েনের বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন এস এম মনির - উজ-জামান সজীব আর বোর্ড মেম্বার মনোনীত হন মিজানুর রহমান। সাদিয়া সুলতানা মৌ এবং জামিলা আক্তার। বিটকয়েন (Bitcoin) হল ওপেন সোর্স ক্রিপ্টোগ্রাফিক প্রটোকলের মাধমে লেনদেন হওয়া ডিজিটাল বা ভার্চুয়াল মুদ্রা। এটি লেনদেনের জন্য কোন ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বা নিকাশ ঘরের প্রয়োজন হয় না। ২০০৮ সালে সাতাশি নাকামোতা (satoshi nakamoto) এ মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন করেন। তিনি এ মুদ্রা ব্যবস্থাপনাকে পিয়ার টু পিয়ার লেনদের নামে অভিহিত করেন। ৩ জানুয়ারী ২০০৯ বিশ্ব মুদ্রাবাজারে বিটকয়েনের আর্বিভাব ঘটে। এটি অনেকটা শেয়ারের মতো লেনদেন হয়। তাই এর বিনিময় মূল্য সবসময় ওঠানামা করে। বর্তমানে এক বিটকয়েন সমান ৪৯৩ মার্কিন ডলার। বর্তমানে এক কোটি ২৪ লাখ বিটকয়েন প্রচলিত আছে, যার মোট বাজার দর এখন ৬২০ কোটি ডলার। প্রত্যেক চার বছর পর পর বিটকয়েনের মোট সংখ্যা পূর্ণর্নিধারণ করা হয়। যাতে করে বাস্তব মুদ্রার সাথে সামঞ্জস্য রাখা যায়। এটি লেনদেন সম্পন্ন হওয়া সাথে সাথে নতুন বিটকয়েন উৎপন্ন হয়। ২০৪০ সাল পর্যন্ত নতুন সৃষ্টি বিটকয়েনগুলো প্রত্যক চার বছর পর পর অর্ধেকেই নেমে আসবে। ২১৪০ সালের পর ২১ মিলিয়ন বিটকয়েন তৈরী হয়ে গেলে আর কোন নতুন তৈরী করা হবে না।

প্রথম কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি

উদ্যোগ গ্রহনের ১৯ বছর পর অবশেষে রাজশাহীতে হচ্ছে দেশের প্রথম কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি। ১৩ আগস্ট ২০১৪ রাজশাহী কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে পূর্নাঙ্গ কারা একাডেমি হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে নিজস্ব জমিতে গড়ে তোলা হবে এ একাডেমি। এখানে একসাথে আড়াইশ কারারক্ষীকে প্রশিক্ষণ দেয়া যাবে। আর এজন্য ব্যয় করতে হবে ১২৫কোটি টাকা। কারা একাডেমি রাজশাহী প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয় ১৯৯৫ সালে।

মোবারকপুর গ্যাসক্ষেত্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন

২২ আগস্ট ২০১৪ পাবনার সাথিয়া উপজেলার খেতুপাড়ার ইউনিয়নের মোবারকপুর গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাসকূপ খনন কাজ আনুষ্ঠানিক ভাবে শুরু হয়। রাষ্ট্রীয় তেল গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলন কোম্পানি (BAPEX) নতুন বৈশিষ্ট্যর ভূ-কাঠামোয় এ খনন কাজ শুরু করে। এবারে কূপ খননের ব্যাপেক্স সবচেয়ে নতুন ধরনের খননযন্ত্র (রিগ) বিজয় ১২ ব্যবহার করে। ১৯৮৪ সালে মোবারকপুরে এ গ্যাসক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়ার পর তিন দশকের বেশি সময় ধরে অনুসন্ধান শেষে এ কূপ খনন করা শুরু। দেশের উত্তরাঞ্চলে এ নিয়ে দ্বিতীয় বারেরমত কূপ খনন করা হচ্ছে। এর আগে ১৯৯৪ সালে বগুড়ায় গাবতলীতে প্রথমবারের মতো অনুসন্ধান কূপ খনন করা হলো ও সেখানে তেল গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

টেকনাফে বিশেষ পর্যটন অঞ্চল

কক্সবাজারে টেকনাফ উপজেলার সাবরাংয়ে মোট ১,১৬৫ একর জমির উপর একটি বিশেষ পর্যটন জোন স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বে (পিপিপি) এ জোন স্থাপন করা হবে। দেশের পর্যটন শিল্পের প্রতি বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে কক্সবাজার থেকে প্রায় ১০০ কিলোমিটার দূরে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। আর্ন্তজাতিক মানের এক্সক্লুসিভ ট্যুরিজম জোন (ইটিজেড) নামে এ পর্যটন কেন্দ্রে একাধিক আর্ন্তজাতিক মানের হোটেল কটেজ বিচ ভিলা, ওয়াটার ভিলা, নাইট ক্লাব কার পার্কিং, সুইমিংপুল, কনভেশন হল, বার অডিটোরিয়াম, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, ক্রাফট মার্কেট, ল্যান্ডস্কেপিংসহ বিভিন্ন পর্যটক সুবিধা থাকবে।

ক্ষুদে বন্ধুদের আঁকা

মোস্তফা মনোয়ার অভি
শ্রেণি ঃ চতুর্থ
খিলবাড়ি ইসলামিয়া
উচ্চ বিদ্যালয়

তড়িৎ তালুকদার
বয়স: ১২ বছর
শ্রেণি: ৬ষ্ঠ
রাঙামাটি সর: প্রা :বিদ্যা:

চিত্রে স্কাউট কার্যক্রম

হজ্ব ক্যাম্প ২০১৪ রোভার স্কাউটদের সেবা কার্যের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন প্রধান জাতীয় কমিশনার ডঃ মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ শামস হলে এক্সটেনশ স্কাউটিং বিভাগের উদ্যোগে স্কাউটিং বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

স্কাউট সংবাদ

ঢাকা অঞ্চল

গফরগাঁওয়ে ওরিয়েন্টেশন কোর্স

বাংলাদেশ স্কাউটস গফরগাঁও উপজেলার ব্যবস্থাপনায় গত ৯ জুন ২০১৪ তারিখে কাব স্কাউট ইউনিট লিডার ওরিয়েন্টেশন কোর্স সমাপ্ত হয়। কোর্সটি আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় সকাল ৯টায় রোস্তম আলী গোলন্দাজ উচ্চ বিদ্যালয় হল রুমে। সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে কোর্সটির শুভ উদ্বোধন করেন মোঃ রেজাউল বারী, সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বাংলাদেশ স্কাউটস, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ।

শেষ বিকালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে গফরগাঁও এর কাবিং ও স্কাউটিং এর উন্নতিকল্পে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন মোঃ আশরাফ উদ্দিন (বাদল), উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ। অনুষ্ঠান পরিচালনায় ছিলেন ঃ মোঃ দিদারুল আলম, সদস্য, বাংলাদেশ স্কাউটস গফরগাঁও। যাদের শ্রমে কোর্সটি স্বার্থক হয়েছে- স্কাউটার মোঃ ইকবাল আলম, সম্পাদক, মোঃ আব্দুল কাদির, কমিশনার, মোঃ রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সম্পাদক, মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সহকারী কমিশনার, মোঃ আমিনুল ইসলাম মিলটন, স্কাউট লিডার, মোঃ আনোয়ার হোসেন, কাব লিডার প্রমুখ।

কোর্স লিডার ও প্রশিক্ষকবৃন্দের পাঠদান ছিল কৌশলপূর্ণ। দিনব্যাপী যারা পাঠদান করেছেন যথাক্রমে ঃ

স্কাউট মোঃ কুতুব উদ্দিন, এল,টি, কোর্সলিডার, স্কাউটার মোঃ তারা মিয়া, এ.এলটি, কোর্স ষষ্ঠক, স্কাউটার মোঃ আবদুল মতিন, উডব্যাজার, কোর্স ষষ্ঠক, স্কাউটার মোঃ মোকাররম হোসেন সরকার, এ,এলটি কোর্স লিডার, স্কাউটার মতিউর রহমান, এ,এলটি, কোর্স ষষ্ঠক, মোসাঃ মিনারা খাতুন, উডব্যাজার, কোর্স ষষ্ঠক।

খবর ঃ মোঃ আবদুল মতিন, উডব্যাজার
বাংলাদেশ স্কাউটস, গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

সানরাইজ ওপেন স্কাউট গ্রুপের ৩য় গ্রুপ পাইনিওয়ারিং ডে-ক্যাম্প

গত ৬ জুন ২০১৪ পুরান ঢাকায় মুক্ত দল সানরাইজ ওপেন স্কাউট গ্রুপের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ৩য় গ্রুপ পাইনিয়ারিং ডে-ক্যাম্প। ক্যাম্পটি পুরান ঢাকায় ঐতিহ্যবাহী স্কুল আহমদ বাওয়ানী একাডেমী স্কুল এন্ড কলেজে সকাল হতে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। পাইনিয়ারিং ক্যাম্পে সানরাইজ ওপেন স্কাউট গ্রুপ এর ৩২ জন, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ০৮জন। আহমদ বাওয়ানী একাডেমী স্কুল এর ১৬ জন হাসিদিয়া উচ্চ বিদ্যালয় এর ০৮ জন, কসাইটুলী মুসলিম একাডেমীর ০৮জন সর্বমোট ৭২ জন স্কাউট ও ৪জন দক্ষ ইউনিট লিডার ও ৪ জন রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের ৬টি গেরো ফায়ার ল্যাশিং, ডায়াগোনাল ল্যাশিং, সিগার ৩টি এইট ল্যাশিং ও অন্যান্য ল্যাশিং শিখানো হয়। পাইনিয়ারিং এর পাশাপাশি সকল স্কাউটদের ফাস্ট এইড এর উপরও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ক্যাম্পে সকল বিষয়ের উপর স্কাউটদের যোগ্যতার পুরস্কার হিসেবে স্টিকার প্রদান করা হয়। ক্যাম্পে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, আহমদ বাওয়ানী স্কুলের অধ্যক্ষ শাহাদাত হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সানরাইজ ওপেন স্কাউট গ্রুপের সভাপতি হাসানুজ্জামান, মুল প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফজলুর রহমান (উডব্যাজার) মোঃ শহিদুজ্জামান সানি (উডব্যাজার), মোঃ রাশেদ রানা, মোঃ ফোরহান হিমু ও বাওয়ানী স্কুলের শারীরিকচর্চা শিক্ষক জনাব আসাদ হোসেন। ক্যাম্প শেষে সকল স্কাউটদের সনদপত্র বিতরণ করা হয়। সনদপত্র বিতরণ করেন ফজলুর রহমান (উডব্যাজার), ইউনিট লিডার, লিটল বয়েজ ওপেন গ্রুপ। সবশেষে সকলকে ধন্যবাদ ও ক্যাম্প সমাপনী ঘোষনা করে সানরাইজ ওপেন স্কাউট গ্রুপের ইউনিট লিডার মোঃ শহিদুজ্জামান সানি (উডব্যাজার)।

খবর প্রেরক ঃ মোঃ শহিদুজ্জামান সানি
ইউনিট লিডার
সানরাইজ ওপেন স্কাউট গ্রুপ

জামালপুরে পিএস মূল্যায়ন পরীক্ষা

জামালপুর ও শেরপুর জেলার প্রেসিডেন্ট স্কাউটস অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য জামালপুর ও শেরপুর জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে মোট ৩৪ জন পরীক্ষার্থী লিখিত ও ভাইভা পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে। জামালপুর জেলার ২৯ জন, ২৩ জন ছেলে এবং ৬ জন মেয়ে। শেরপুর জেলার ৫ জন ৪ ছেলে এবং ১ জন মেয়ে। ঢাকা অঞ্চল থেকে তিন জন পরীক্ষক প্রতিনিধি পরীক্ষা সম্পন্ন করে ১) এতেসামুর রহমান, এ. এল.টি ২) জামাল উদ্দিন, সি.এল.টি সম্পন্নকারী ৩) আব্দুল কাদের, সি. এল.টি সম্পন্নকারী। উক্ত পরীক্ষায় উপস্থিত ছিলেন জামালপুর জেলা রোভারের কমিশনার কমল কান্তি গোপ, জেলা স্কাউটস সম্পাদক জনাব আসাদুজ্জামান চাঁন, জেলা স্কাউট লিডার মোঃ আনোয়ার হোসেন ও বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত ইউনিট লিডারবৃন্দ।

খবরঃ মোঃ হাসান আলী
জেলা সিনিয়র রোভার মেট প্রতিনিধি, জামালপুর।

খুলনা অঞ্চল

রেডিও নলতায় "বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়"

বাংলাদেশ স্কাউট সাতক্ষীরা জেলার আয়োজনে ১০ম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল এয়ার-ইন্টারনেট জাম্বুরী উপলক্ষে রেডিও নলতা ৯৯.২ এফ এম এ গত ৩ আগস্ট সকাল ১০ টায় প্রচারিত হয় বিশেষ অনুষ্ঠান "বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়"। এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের ২৪টির ও বেশি দেশে ২- ৩ আগষ্ট এক যোগে এই ১০ম এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনাল এয়ার-ইন্টারনেট জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউট এর মুখ পত্র অগ্রদূত এর সাতক্ষীরা প্রতিনিধি আব্দুল্লাহ আল মামুনের প্রযোজনা ও উপস্থাপনায় আরিফুল ইসলামের সম্পাদনায়, সেলিম শাহারিয়ার এর সার্বিক নির্দেশনায় ও ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠানে স্কাউট আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করেন জেলা স্কাউট এর কমিশনার আশরাফ উদ্দীন, সম্পাদক আবুল বাশার পল্টু, জেলা স্কাউট লিডার কাজি আফজাল বারি। অনুষ্ঠানে আরও অংশগ্রহন করেন জেলা স্কাউট এর বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং জেলা স্কাউট এর বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যবৃন্দ।

খবরঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন
সাতক্ষীরা প্রতিনিধি, অগ্রদূত সংবাদদাতা

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'অগ্রদূত অনুষ্ঠান'

বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিমাসের প্রথম ও তৃতীয় বুধবার নিয়মিতভাবে স্কাউটিং বিষয়ক অনুষ্ঠান 'অগ্রদূত' সম্প্রচারিত হচ্ছে। কাব, স্কাউট ও রোভারদের অংশগ্রহণে এ অনুষ্ঠানটি তৈরি করা হয়। যে কোন ইউনিট অগ্রদূত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে।

নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ইউনিটগুলোর বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় সদর দপ্তর, ৬০ আজুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-এই ঠিকানায় যোগাযোগ করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে মানসম্মত বিষয় বিবেচনা করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে।

দলীয় বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হবে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সমুদয় খরচ নিজ নিজ ইউনিট থেকে বহন করতে হবে।

প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বুধবার বেলা ১২.১০ মিনিটে বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে স্কাউটিং-এর ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করার সম্মিলিত প্রয়াসই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সম্পাদক

চট্টগ্রাম অঞ্চল

২০১৩ সালে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি কাব স্কাউট ও স্কাউটদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় ২১ আগস্ট, ২০১৪ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ১১-০০ টায় বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম এর সম্মেলন কক্ষে ২০১৩ সালে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি কাব স্কাউট ও স্কাউটদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের পৃষ্ঠপোষক ও চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রাক্তন সভাপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রাক্তন মুখ্য সচিব জনাব মোঃ আবদুল করিম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন জেলার সভাপতি জনাব মেজবাহ উদ্দিন এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (বিধি) ও মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড, চট্টগ্রাম ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব শরীফ আশরাফ উজ -জামান ও চট্টগ্রাম চেম্বার অব কর্মাস এর সহ-সভাপতি জনাব সৈয়দ জামাল আহমদ।

সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জনাব মোঃ আবদুল করিম বলেন লেখাপড়ার অবসরে কাব ও স্কাউটদের মেধা বিকাশের জন্য স্কাউটিং প্রোগ্রামে লাজুকতা দুর করা দেশপ্রেম জাগ্রত করা ও সুপ্ত অন্যান্য প্রতিভার বিকাশ সাধন করা বাংলাদেশ স্কাউটস এর উদ্দেশ্য। তারই ধারাবাহিকতায় কাব স্কাউট ও স্কাউট সদস্যদের লেখাপড়ায় অধিক আগ্রহী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস হতে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় এবং এস এস সি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি কাব স্কাউট ও স্কাউটদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজনের উদ্দ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সভার সভাপতি বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার মান বৃদ্ধির পাশাপাশি দেশ গড়ার ক্ষেত্রে স্কাউটিংয়ে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে অভিভাবকদেরকে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করেন। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক), চট্টগ্রাম জনাব মোঃ আলেফ উদ্দিন, চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জনাব রবীন্দ্র শ্রী বড়-য়া ও বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল মডেল হাই স্কুল ও কলেজ এর অধ্যক্ষ জনাব এইচ এম ফজলুল কাদের, বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সহ-সভাপতি ও ফেনী ফুলগাজী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব ছালেহ্ আহমদ পাটোয়ারী। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে রাখেন আঞ্চলিক সম্পাদক জনাব মোঃ জাকির হোসেন, এল টি। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব আবদুস সাত্তার, এল টি ও আঞ্চলিক উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ ইদ্রিছ মিঞা, এ এল টি, আঞ্চলিক উপ কমিশনার (সংগঠন) জনাব এস এম ফারুখ উদ্দিন, এ এল টি, বান্দরবান জেলা কমিশনার জনাব মোঃ বেলাল হোসেন, দৌলতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি, জনাব মোঃ আবিদ হোসেন। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন আঞ্চলিক উপ কমিশনার (গবেষণা ও মূল্যায়ন) জনাব ধনলাল মুহুরী, এলটি, অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও সার্বিক পরিচালনায় ছিলেন আঞ্চলিক পরিচালক জনাব মুহাম্মদ আবু সালেক, সি এল টি সম্পন্নকারী।

অনুষ্ঠান শেষে চট্টগ্রাম আঞ্চলিক স্কাউটসের আওতাধীন যে সকল কাব স্কাউট ও স্কাউট ২০১৩ সালে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত হয়েছে তাদেরকে বাংলাদেশ স্কাউটসের মনোগ্রাম এবং নিজ নিজ নাম সম্বলিত মেডেল, ১০০০/- (একহাজার) টাকার প্রাইজবন্ড ও সনদপত্র প্রদান করা হয়।

পি.সি সেন সরোয়া তলী উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপের সংবর্ধনা ও দীক্ষা অনুষ্ঠান সম্পন্ন

গত ৯ জুন ২০১৪ মঙ্গলবার বিকাল ৩ টায় চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী উপজেলাধীন পি,সি সেন সরোয়া তলী উচ্চ বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপের সংবর্ধনা ও দীক্ষা অনুষ্ঠান বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন গ্রুপ স্কাউট লিডার মোঃ মুজিবুর রহমান ফারুকী। বিভিন্ন উপদলের ১৬জন স্কাউট দীক্ষা গ্রহণ করে। এতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষিকা, অভিভাবক ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত থেকে সংবর্ধনা ও দীক্ষা অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করেন। এ অনুষ্ঠান দেখে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকেই স্কাউট দলে ভর্তির আগ্রহ প্রকাশ করে। দীক্ষা প্রাপ্ত স্কাউটরা ব্যাজ ও স্কার্ফ পেয়ে অত্যন্ত খুশি হয় এবং আগামীতে স্কাউটিং কে জীবনের পাথেয় হিসেবে গ্রহণ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। পরে 'বার টু দি মেডেল অব মেরিট' প্রাপ্ত স্কাউটার মোঃ মুজিবুর রহমান ফারুকীকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান পরিচালনায় সহযোগিতা করেন রোভার স্কাউট মোহাম্মদ হোসাইন।

খবর ঃ মজিবুর রহমান ফারুকী, এএলটি।

রাজশাহী অঞ্চল

সমন্বয় সভা

বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস এর ব্যবস্থাপনায় ১২ আগষ্ট ২০১৪ সকাল ১১ টায় কালেক্টরেট স্কুল এন্ড কলেজে কাবিং কার্যক্রমকে তরান্বিত করার লক্ষে জেলা ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ও সহকারি অফিসার গণের সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এতে ৭ জন উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও ৩৮ জন সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার অংশগ্রহণ করে। উক্ত সমন্বয় সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বদরুজ্জোহা। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মোঃ শফিকুল ইসলাম। সভায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস এর কমিশনার সরকার ছানোয়ার হোসেন (এল টি), সম্পাদক মোঃ আবুতাহের মিয়া (এল টি) প্রমূখ।

সভার প্রধান অতিথি উপস্থিত শিক্ষা অফিসারদের উদ্দেশ্য করে বলেন,কাব স্কাউটিং শিশু-কিশোরদের জন্য একটি স্বেচ্ছা সেবী শিক্ষামুলক আন্দোলন। এই আন্দোলনের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীরা শিশুকাল থেকেই সত্য, ন্যায়, সময়ানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলার প্রতি অভ্যস্ত হয় এবং বাস্তব ভিত্তিক ব্যবহারিক শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে লেখাপড়ার পাশাপাশি বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত হয়। তাই কাব স্কাউটিং এর সম্প্রসারনের জন্য প্রত্যেক উপজেলার শিক্ষা অফিসারদের এগিয়ে আসতে হবে এবং যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এখনো কাব শাখার জন্য দল নিবন্ধন করেন নাই সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে অতিশিঘ্রই দল গঠন করে নিবন্ধন করার জন্য জরুরী পদক্ষেপ গ্রহন করার জন্য তিনি আহবান জানান।

খবরঃ মোঃ হোসেন আলী ছেট্টু

সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে কাব স্কাউটিং ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস রাজশাহী অঞ্চলের পরিচালনায় এবং কাজিপুর উপজেলা স্কাউটস ব্যবস্থাপনায় ৫ দিন ব্যাপি ৪২৯তম কাব ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১০ আগষ্ট থেকে শুরু করে ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত কাজিপুর উপজেলা আদর্শ একাডেমীতে এই বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত হয়।

বেসিক কোর্স উদ্বোধন ঘোষনা করেন কাজিপুরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং কাজিপুর উপজেলা স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ শাফিউল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা স্কাউটস এর কমিশনার সরকার ছানোয়ার হোসেন (এল টি) এবং সম্পাদক আবু তাহের মিয়া (এল টি), বাংলাদেশ স্কাউটস এর পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জোনের সহকারি পরিচালক রাসেল আহমেদ। এবং কাজিপুর উপজেলা স্কাউটস এর সম্পাদক আব্দুর রশিদ তারা।

এই কোর্সে ৮ প্রশিক্ষক ৪০ প্রশিক্ষনার্থীদের প্রশিক্ষন প্রদান করেন। সমাপনী দিনে প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্যে সনদ পত্র বিতরন করে কোর্সের সমাপনী ঘোষনা করেন কাজিপুরের উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং কাজিপুর উপজেলা স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ শাফিউল ইসলাম।

খবরঃ মোঃ হোসেন আলী ছোট্ট

ইন্টারনেট জাম্বুরী অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় শাহজাদপুর সরকারি কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে দিনব্যাপি ইন্টারনেট জাম্বুরী।

৩ আগষ্ট সকাল ৯টায় ৫০ জন রোভার সদস্যদের নিয়ে এই জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহজাদপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোস্তফা আলী। উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জ জেলা রোভারের রোভার লিডার মোঃ আককাস আলী,জেলা রোভারের সহকারি কমিশনার মোঃ সাখাওয়াত হোসেন এবং শাহজাদপুর সরকারি কলেজের সিনিয়র রোভারমেট মোঃ রাসেল সেখ।

রোভার অঞ্চল

লাকসাম নবাব ফয়জুন্নেসা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর চরুইভাতি সম্পন্ন

গতকাল লাকসাম নবাব ফয়জুন্নেসা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর উদ্যোগে বাংলাদেশ স্কাউটস কুমিল্লা অঞ্চল এর লালমাইতে চরুইভাতি অনুষ্ঠিত হয়।

নবাগত রোভারদেরকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ করার লক্ষ্যে লাকসাম নবাব ফয়জুন্নেসা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর সিনিয়র রোভার মেট আহসান হাবিব জনি'র ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ স্কাউটস্ কুমিল্লার আঞ্চলিক কার্যালয় লালমাই এ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে এর আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপী উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর সিনিয়র রোভার মেট আ.ছ.ম শামচুছ ছালেকীন, রোভার বিকাশ চন্দ্র মজুমদার, গোলাম ছারওয়ার, দ্বীন ইসলাম রোভার স্কাউটদের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

এছাড়াও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এর অংশ হিসেবে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান চন্ডীমুড়া, ও লালমাই গ্যাস ক্ষেত্র অবলোকন করে। উক্ত অনুষ্ঠানে লাকসাম নবাব ফয়জুন্নেসা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ এর রোভার মেট কাউছার আলম, মোস্তাফিজুর রহমান তুষার সহ ৪৩জন রোভার ও গার্লইন রোভার অংশগ্রহণ করে।

খবর ঃ মোঃ গোলাম ছারওয়ার
অগ্রদূত সংবাদদাতা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ২৯ ও ৩০ জুন ২০১৪ তারিখে দুই দিনব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবন ও মল চত্বর এলাকায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে। ২৯ জুন অপরাজেয় বাংলা'র পাদদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের প্রধান পৃষ্ঠপোষক অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই মহতী কর্মসূচীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কলা অনুষদের ডীন অধ্যাপক ড. সদরুল আমিন, ঢাবি রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক অধ্যাপক মো: রমজুল হক, বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা জেলা রোভারের সম্পাদক জনাব মো: ওমর আলী এবং ঢাবি রোভার স্কাউট লিডার জনাব মাহমুদুর রহমান। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন ঢাবি রোভার স্কাউট লিডার অধ্যাপক ড. আজিজুন্নাহার ইসলাম, ঢাবি'র জগন্নাথ হলের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. অসীম সরকার প্রমুখ। উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, সকল ধর্মে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কথা বলা হয়েছে। আমরা যদি আমাদের মন-মানসকিতা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখি, তাহলেই পরিবেশ পরিচ্ছন্ন হবে, সমাজ পরিচ্ছন্ন হবে এবং দেশ পরিচ্ছন্ন হবে। আমাদের প্রত্যেকের শপথ হোক- আমরা পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন করবো না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের ১ম দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের অর্ধশতাধিক সদস্য, বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা জেলা রোভারের অর্ধশতাধিক রোভার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রেঞ্জার ইউনিটের প্রায় অর্ধশত সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশত পরিচ্ছন্নকর্মী, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর প্রায় অর্ধশত পরিচ্ছন্নকর্মী স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। অভিযানের ২য় দিন রোভাররা অপরাজেয় বাংলা'র পাদদেশে মানববন্ধন করে এবং র‍্যালী সহকারে ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে। ৩০ জুন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় প্রো-উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক ড. সহিদ আকতার হুসাইন। পুরো অভিযান সমন্বয় সাধন করেন সিনিয়র রোভোরমেট সোহেল রানা, আল শাহরিয়ার রোকন, জাফরিনা হক বর্ণা, নুর মোহাম্মদ ও মোঃ শহিদুজ্জামান ।

মো.আল-আমিন
রোভারমেট
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ

সরকারি এডওয়ার্ড কলেজে স্কাউট ওন

সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ পাবনায়, রোভার স্কাউট গ্রুপ গত ১৮ আগষ্ট সোমবার স্কাউটদের নিজস্ব অনুষ্টান ওন অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় ১৫০ জনের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নাইদ মোহাঃশামসুল হুদা। অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন গ্রুপ সম্পাদক জনাব এ এইচ এম এ ছালেক, সঞ্চালনায় ছিলেন জনাব বেলাল হোসেন আর এস এল। প্রতিজ্ঞা পাঠ করান জনাব মোঃ রবিউল করিম আর এস এল। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। দুপুর ১২টা থেকে কোরআন তেলাওয়াত, গীতা পাঠ, হামদ্, নাতে রাসূল, ইসলামী গান ভক্তিমূলক গান এবং উপাখ্যান চলতে থাকে। এর পর আইন পাঠ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ পাঠ এবং নিরব প্রার্থনা করা হয়। দুপুর ১ টায় মিষ্টি মুখ করানোর মাধ্যমে এ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

খবরঃ মোঃ সোহেল রানা